www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201905
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা, ২ ভাদ্র – ৮ ভাদ্র, ১৪২৪ ঃ ১৯ আগস্ট – ২৫ আগস্ট, ২০১৭

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 43, 19 August - 25 August, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা মন্তেসরি, প্রি–প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং–এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন। কম্পিউটার ও ব্রতচারি সহ।
২১, কে বি বসু রোড, বারাসত, কলকাতা–১২৪
ফোন : ২৫৫২–০১৭৭
মোবাইল : ৯৮৩৬১৮৪৭১২

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরে বিআরডি মেডিক্যাল

হাসপাতালে দুদিনে মৃত্যু হল ৬০টির বেশি শিশুর। অভিযোগ বকেয়া টাকা না পেয়ে বেসরকারি সংস্থা অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ায় এই বিপত্তি। রাজ্য সরকার অবশ্য এই অভিযোগ মানতে নারাজ। শুরু হয়েছে তদন্ত।

রবিবার : অরাজনৈতিক ছাত্র কাউন্সিল গড়ার সরকারি সিদ্ধান্তের

প্রতিবাদে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয়েছিল পড়ুয়াদের অনশন। কর্মসমিতির আলোচনার আশ্বাসে অনশন উঠলেও সরকার অনড়।

সোমবার : দার্জিলিং জুড়ে অশান্তি ও দুমাসের বনধ তুলে নিতে

আলোচনায় মোর্চাকে অনুরোধ জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। এরপর হিংসাত্মক আন্দোলন কিছুটা কমলেও বনধ প্রত্যাহার হয়নি। শুরু হয়নি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রস্তাবিত রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা। এখনও থমকে পাহাড়।

মঙ্গলবার : ভারত বিরোধী জেহাদের জেরে এবার প্রশ্নের

মুখে জম্মু–কাশ্মীরবাসীদের বিশেষ অধিকার। স্বাধীনতার ৭০ বছর পরেও সংবিধানের ৩৫–এ অনুচ্ছেদে আদৌ এই অধিকার দেওয়া যুক্তিযুক্ত কিনা তা নিয়ে সাংবিধানিক বেঞ্চে শুনানি হবে বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

বুধবার : কোনও জঙ্গি অশান্তি ছাড়াই সারা দেশ জুড়ে নির্বিঘ্নে

পালিত হল ভারতের ৭১তম স্বাধীনতা দিবস। পূর্ব মুহূর্তে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। লাল কেল্লা থেকে স্বাধীনতা দিবসের সংক্ষিপ্ত ভাষণে গোলাগুলি ছেড়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বার্তা দিলেন গলাগলির।

বৃহস্পতিবার : ১৯৮৪ সালের শিখ বিরোধী দাঙ্গা নিয়ে ১৯৯টি

মামলায় সিটের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল কিনা তা খতিয়ে দেখতে দুই প্রাক্তন বিচারপতিকে নিয়ে তৈরি করা হয়েছে পর্যবেক্ষক দল। তিন মাসের মধ্যে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ওই দলকে।

শুক্রবার : রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলিতে পরিচালন কমিটি গঠিত হয় নির্বাচনের মাধ্যমে।

নির্বাচন তুলে দিয়ে মনোনীত সদস্যদের নিয়ে পরিচালন কমিটি গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। বিরোধীদের দাবি এতে শাসকদলের দাদাগিরি বাড়বে। নানা প্রশ্ন উঠবে সদস্য মনোনয়ন নিয়ে।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

দেশভাগের স্মরণ সংগ্রহ পাঞ্জাবে, কাঁদছে বাংলা

ওঙ্কার মিত্র : এই মাত্র কয়েক মাস আগে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের নাম পশ্চিমবঙ্গের বদলে বঙ্গ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এখনও সে প্রস্তাব কেন্দ্রের কোর্টে গড়াগড়ি খাচ্ছে। অনেকে এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বদলালে দেশভাগের স্মৃতিটাই মুছে যাবে। এরই মধ্যে কখন পায়ে পায়ে এসে পড়েছে দেশভাগের ৭০তম ট্র্যাজিক মুহূর্ত। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ব্রিটিশের সঙ্গে তৎকালীন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের স্বাধীনতা চুক্তির ফল ছিল এই দেশভাগ। যে দুটি রাজ্য এরফলে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তারা হল পাঞ্জাব ও বাংলা। সেসময় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় না থাকলে হয়তো আজকের এই বাংলাও আমাদের কাছে বিদেশভূমি হিসেবে পরিচিত হত। ইতিহাসের এই কলঙ্কময় অধ্যায়কে স্মৃতির মণিকোঠায় ধরে রাখতে পাঞ্জাব সরকার এক অভিনব সংগ্রহশালার উন্মোচন করল গত ১৭ আগস্ট অমৃতসরে। উপস্থিত ছিলেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং, পাঞ্জাব মন্ত্রিসভার সদস্য তথা প্রখ্যাত ক্রিকেটার নবজ্যোৎ সিং সিধু ও প্রখ্যাত গীতিকার ও কবি গুলজার। এই আবেগঘন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশভাগের ওপর গুলজারের লেখা একটি কবিতার বইয়েরও উন্মেষ ঘটে সেদিন। ভাগবাঁটোয়ারার নানা কান্নাভরা মুহূর্ত উল্লেখ করে গুলজার চোখে জল এনে দিলেন উপস্থিত দর্শকদের। অনুষ্ঠানের এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আর এক দেশভাগের যন্ত্রণায় জর্জরিত রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ উপেক্ষিত থেকে গেল। শুধু কান্না ছাড়া বাঙালির কোনও স্মৃতি ধরা থাকল না বর্তমানের প্রেক্ষাপটে। এই সংগ্রহশালার কয়েকটি চিত্র উপহার দেওয়া হল আপনাদের জন্য।

পার্টিশন মিউজিয়াম এমন একটি ঘটনা যা একটি দেশকে ঘিরে ফেলছে এবং ১৯৪৭ সালের বিভাজকের ব্রিজিংয়ের একটি প্রচেষ্টা। একটি পৃথক প্রচেষ্টার মাধ্যমে একত্রিত করে, প্রদর্শনীর জন্য এই ঔপনিবেশিক দালান প্রদানের মাধ্যমে সরকার সমর্থিত জাদুঘরটি অগ্রগতির এক অনন্য কাজ। ১৯৪৭ সালের সাথে সম্পর্কিত বস্তুগুলি মানুষকে গল্প এবং স্মৃতিচারণে সাহায্য করে। অমৃতসর, পাঞ্জাবের জাদুঘরটিতে দেখা যায় ভারত–পাকিস্তান বিভাজনের সামাজিক–রাজনৈতিক প্রভাব তুলে ধরার ছবি এবং সংবাদ আইটেম। পার্টিশন এর ঘটনা উভয় দেশ এবং তাদের জনগণের পরিচয়কে রূপায়ণ করে, শিল্প ও সাহিত্যের অসাধারণ কাজকে অনুপ্রাণিত করে, কিন্তু উভয় পক্ষের কাছ থেকে অনুতাপ বা স্মরণীয় করে রাখার কোনো প্রতিক্রিয়া মেলে না। বিহারের সময় অমৃতসভাটি হিংস্র হয়ে পড়েছিল এবং অর্ধেক জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাশক্লিফ লাইনের নৃশংস আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় অঞ্চলের মানুষের স্থানান্তরিতকরণের সময় দাঙ্গা এবং সাম্প্রদায়িক হিংসায় এক লাখেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারায়। প্রদর্শনী স্থান শিকারের কালো, সাদা এবং ছবিতে অংশীদারিত্বের সাক্ষী ও গল্প যা ৭০ বছর ধরে বেঁচে আছে। দর্শকরা আরো ছবি, ভিডিওর বিবরণ এবং চিত্রশিল্পী যেমন সতীশ গুজরাল, এসএল প্রসেসর এবং কৃষ্ণ খান্না, যারা অবিভক্ত ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক রাজধানী লাহোর থেকে স্থানান্তরিত হয়েছেন তাদের দ্বারা দেখতে পান।

গরিমা হারাচ্ছে কলকাতার মেয়র পদ

পার্থসারথি গুহ

রাজনীতির কারবারীরা যে পন্থাই অবলম্বন করুন না কেন, কলকাতা পুরসভার মেয়র পদটি বরাবর একটা আলাদা আসন পেয়ে আসছে । দীর্ঘদিন ধরেই এই কালচার অব্যাহত ছিল। 'ছিল' বলতে হচ্ছে কারণ অতি সম্প্রতি বেশ কিছু ঘটনাবলী ও তার আড়ালে ঘটতে থাকা কর্মকাণ্ডে কলঙ্কিত হয়েছেন এই পদে আসীন বর্তমান মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, তাঁর ডেপুটি ইকবাল আহমেদও জড়িয়ে পড়েছেন দুর্নীতি ইস্যুতে। নারদ ঘুষ কেলেঙ্কারিতে এভাবে কলকাতার মেয়র ও ডেপুটি মেয়র জড়িয়ে যাওয়ায়

শুধুমাত্র রাজনৈতিক ফায়দা, লাভ বা লোকসানের ব্যাপার নয়, সামগ্রিকভাবে তিলোত্তমা কলকাতার ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে সারা বিশ্বের দরবারে। অবশ্য মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় শুধু নন, তাঁর একসময়ের উত্তরসূরী 'কাজের লোক' হিসেবে পরিচিত সুব্রত মুখোপাধ্যায়ও সমানভাবে অভিযুক্ত হয়েছেন নারদ ঘুষ কাণ্ডে। বাম জমানায় 'অ্যাকশন স্কোয়াড' এর দায়িত্বে থাকা আরও এক প্রাক্তন মেয়র প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়কেও মোটেই মানানসই লাগেনি কলকাতার মেয়র পদের মতো গরিমাযুক্ত পদে। বরং বামেরা দারুণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ১৯৯০ তে কমল বসু'র মতো একজন সৎ মানুষকে মেয়র পদে বসিয়ে। মণি সান্যালের মতো ডেপুটি মেয়রও কলকাতার গর্ব বাড়িয়েছে। সেই পদে নারদ কেলেঙ্কারির মতো দুর্নীতির পাঁকে লিপ্ত একজনকে কিছুতেই যেন মেনে নিতে পারছে না ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে পরিচিত মহানগরী কলকাতা।

এরপর পাঁচের পাতায়

অটোচালকদের দাদাগিরি চলছেই

অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার : দক্ষিণ ২৪ পরগনার গড়িয়া, সোনারপুর, বারুইপুরে বহু দিন ধরে অটোচালকদের দাদাগিরি চলছে। এবার এক অটোচালক এক শিক্ষিকার চুলের মুঠি ধরে টানতে

আক্রান্ত শিক্ষিকা

টানতে অটো থেকে নামিয়ে দিল। ঘটনাটি ঘটে বারুইপুরের কাছে যোগী বটতলায়। পুলিশ সূত্রের খবর–কোদালিয়ার বাসিন্দা ওই শিক্ষিকা। সেদিন গড়িয়া থেকে যে অটোগুলি বারুইপুরের দিকে যাচ্ছে সেই অটোতে তিনি ও তার মেয়ে উঠে পড়েন মেয়েকে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য। অভিযোগ গ্যাস ভরতে অটোচালক অনেক দেরি করে। শিক্ষিকার মেয়ের স্কুলের দেরি হবার কারণে তিনি তাড়াতাড়ি যেতে বলেন। কিন্তু যোগীবটতলা আসতেই চালক অশ্লীল কথা বলে শিক্ষিকাকে। এই নোংরা কথার প্রতিবাদ জানালে ওই চালক শিক্ষিকার চুলের মুঠি ধরে মারে বলে অভিযোগ।

এরপর পাঁচের পাতায়

পানীয় জলের সঙ্কটে আলিপুর জজ কোর্ট

কুনাল মালিক : আলিপুর জজ কোর্ট চত্বরে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সমস্যায় জেরবার সাধারণ মানুষ ও দফতরের কর্মী–অ্যাডভোকেট মহল। গাঁটের পয়সা খরচ করে বিভিন্ন বেসরকারী বোতলবন্দী জল কিনে সাধারণ মানুষরা তৃষ্ণা মেটাচ্ছেন। কর্পোরেশনের তরফ থেকে ট্যাপ কলে সকাল ৬টা থেকে ৯টা এবং বিকাল ৬টা থেকে ৭টা পর্যন্ত জল আসে। ট্যাপ কলের সংখ্যাও কোর্ট চত্বরে অপর্যাপ্ত। ২০০৯–১০ সালে তৎকালীন বাম সরকারের পূর্তমন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামীর উদ্যোগে রাজ্যসভার সাংসদ অবনী রায়ের কোটায় সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা খরচ করে একটি পানীয় জলের প্রকল্প করা হয়েছিল। পাইপ লাইনের মাধ্যমে সেই জল বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দেওয়া হত। কিন্তু সেই প্রকল্প দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায়, জল যথার্থ উপায়ে বর্তমানে পরিশুদ্ধ হচ্ছে না। এবং সর্বত্র জলও পাওয়া যাচ্ছে না। আলিপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সহ–সম্পাদক তথা পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিলের সদস্য কমল বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, তিনিই অবণী রায়ের কোটায় আলিপুর জজ কোর্টে পানীয় জলের প্রকল্প রূপায়ণে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রস্তরফলক লাগানোর ব্যাপারে পরবর্তী সময়ে কেউ উদ্যোগ নেয়নি। যেহেতু

একমাত্র ভরসা বেসরকারি গাড়িতে আসা এই পানীয় জল।

তিনি বর্তমান রাজনৈতিক দলের বিরোধী মনোভাবাপন্ন ছিলেন। কমলবাবু আরও জানালেন, বর্তমানে কোর্ট চত্বরে পানীয় জলের ভীষণ সংকট চলছে। আমাদেরও জল কিনে খেতে হচ্ছে। পাইপ লাইনের মাধ্যমে যে জল পাওয়া যায় তার গুণমান নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বর্তমানে একটি বেসরকারী সংস্থার গাড়ি কোর্ট চত্বরে থাকে, খালি বোতল নিয়ে গেলে ২ টাকায় এক লিটার জল পাওয়া যায়।

এরপর পাঁচের পাতায়

অশোকনগরে মহিষ মড়ক অব্যাহত

পার্থ ঘোষ, বারাসত : জেলা জুড়ে এখন বৃষ্টির ভ্রূকুটি ম্লান হয়নি। তার উপর নতুন এক রোগের প্রার্দুভাব দেখা দিয়েছে। গবাদি পশু এই রোগে আক্রান্ত হলেও চিন্তার ভাঁজ পড়তে শুরু করেছে চিকিৎসক মহলে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অশোকনগর থানার অন্তর্গত গুমা ২নম্বর পঞ্চায়েত এলাকার তাজপুর ঘোষপাড়া হলো এই প্রার্দুভাবের উৎসস্থল। এখানে এখনও অবধি ১৫টিরও বেশি মহিষ মারা গিয়েছে কোনও এক অজানা রোগের আক্রমণে। আক্রান্ত রয়েছে আরও বেশ কিছু গবাদি পশু। তীব্র জ্বর, মুখ ও মল দ্বার দিয়ে তরল নির্গমন, আহারে

অনীহা, কান ও মুখের কাছে ঘা, সাধারণ উপসর্গ হিসাবে দেখা যাচ্ছে। সন্দেহ করা হচ্ছে গবাদি পশুরা অ্যানথ্রাক্স' নামক ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগে আক্রান্ত। এই তাজপুর ঘোষপাড়ার প্রায় চারশোটি পরিবারের মধ্যে সাড়ে তিনশো পরিবার গবাদি পশু পালন করে সংসার প্রতিপালন করে। এক–একটি পরিবারের কাছে ২০–৫০টি পর্যন্ত গবাদি পশু নিয়ে এক একটি খামার আছে। মূলত বিহারের সমস্তিপুরের জনার্দনপুর হাট থেকে ৭০–৮০ হাজার টাকার বিনিময়ে মহিষ কেনেন পলাশ ঘোষ, সঞ্জয় ঘোষেরা। দুধ সংগ্রহ করে তা বিক্রি করাই হল এদের পেশা। কিন্তু দশ দিনে পলাশ ঘোষের একারই ১৪টি মহিষ মারা গিয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

খুচরো নিয়ে বিপাকে সাধারণ মানুষ

কল্যাণ রায়চৌধুরী

খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। প্রায় বছর দুয়েক আগেও খুচরোর অভাবে সাধারণ মানুষের হয়রানির অন্ত ছিল না। বিভিন্ন বাস টার্মিনাসে, বিভিন্ন রেল স্টেশনের টিকিট কাউন্টারে খুচরো টাকা–পয়সার জন্যে হা–পিত্যেশ করতে হত মানুষকে। ট্রামে–বাসে চলত কন্ডাক্টর–যাত্রীর বচসা। বিভিন্ন রেল স্টেশনের টিকিট কাউন্টারে খুচরোর অমিলের কারণে অনেক সময় অনেক যাত্রীর জরুরিকালীন ট্রেন মিস হত। চলত কথা কাটাকাটি। বর্তমানে কথা কাটাকাটি বা বচসার সেই ধারাবাহিকতা কিন্তু বজায় আছে। শুধু অবস্থার পরিবর্তন হয়ে তা বিপরীত মেরুতে ঘুরে গিয়েছে। এখন সাধারণ মানুষের হাতে অঢেল খুচরোর আমদানি হয়েছে। আগে বাস টার্মিনাসে শতকরা প্রায় পনেরো–কুড়ি টাকা বাটা দিয়ে খুচরো কিনতে হত। আর এখন বাজারে অঢেল খুচরোর জন্য অশান্তির শেষ নেই। আগের ছবিটা এখন আমূল বদলে গিয়েছে। এখন খুচরো দেখলেই তেড়ে আসছেন দোকানদার, মারমুখো হচ্ছেন বিভিন্ন অটো–টোটো চালকরা। খুচরোর ভারে ম্যানিব্যাগের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠছে। অভিযোগ বিভিন্ন ব্যাঙ্কগুলি গ্রাহকদের হাতে খুচরোর থলি ধরিয়ে দিলেও, নেওয়ার সময় ব্যাঙ্কগুলি গ্রাহকদের থেকে তা নিচ্ছে না। এই নিয়ে নিত্য নৈমিত্তিক লেগেই আছে বচসা। যদিও ব্যাঙ্কগুলির বক্তব্য, খুচরো না নেওয়ার কোনও নির্দেশিকা নেই। তবুও ব্যাঙ্ক গ্রাহকদের কাছ থেকে খুচরো না নেওয়ার জন্যে বিপাকে পড়ছেন সাধারণ মানুষ। সাধারণত বাজারে খুচরো পয়সার জোগান আসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে। নানা ধরণের ব্যবসায়ী সহ পরিবহন সংক্রান্ত ক্ষেত্রগুলিতে তারা একসঙ্গে অনেকটা খুচরো পয়সা দেয়। এছাড়াও বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিও মাঝে মধ্যেই গ্রাহকদের খুচরো দেয় । কখনও কখনও আলাদা করে চেস্ট খুলেও খুচরো বিলোয়। সেইসব খুচরোই সাধারণ মানুষের হাতে হাতে ঘোরে। কিছুকাল আগেও সেই জোগানে টান থাকাতে খুচরো পয়সার সঙ্কট ছিল প্রায় সর্বত্র। অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে দশ টাকার কয়েন অনেক বেশি মাত্রায় বাজারে চলে আসার পর। এরপর এইসব দশ টাকার কয়েন চলছে না বা নকল কয়েন গুজবে মানুষের হাতে সেগুলি

জমতে শুরু করে। কেন্দ্রীয় সরকারের নোটবন্দির সময়ে সরকারি প্রচারের মাধ্যমে যখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক পর্যায়ে আসে, তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সহ অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলি আবার প্রচুর পরিমাণে বাজারে দশ টাকার কয়েন ছাড়তে শুরু করে। তখন পরিস্থিতি কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের আচমকা ঘোষিত ৫০০ ও ১০০০ টাকার বাতিল নোটের সমপরিমাণ অর্থ জোগানের মতো নোট বাজারে নেই। তাই ব্যাঙ্কগুলি বাতিল নোট গ্রহণের সময় থলি ভরে ভরে সমমূল্যের দশ টাকার কয়েন তুলে দেয় গ্রাহকদের হাতে। ১০০ টাকা ও ৫০ টাকার নোটের আকাল চরমে ওঠায় ব্যাঙ্কগুলিও বাধ্য হয় কয়েন দিতে। এর ফলে বাজারে এক ধাক্কায় অনেকগুণ বেড়ে যায় দশ টাকা ও পাঁচ টাকার কয়েন। একই সঙ্গে বাড়ে দু'টাকা এবং এক টাকার কয়েনও। কিন্তু নিজেদের তাগিদে খুচরো পয়সা দেওয়ার পর ব্যাঙ্কগুলি গ্রাহকদের থেকে নেওয়ার সময় এইসব কয়েন ও খুচরো নিতে অস্বীকার করে বলে, গ্রাহকদের অভিযোগ। এর ফলে সর্বত্রই এখন উপচে পড়ছে খুচরো। যদিও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, ব্যাঙ্কগুলিতে গ্রাহকদের কাছ থেকে খুচরো পয়সা নিতে হবে। কিন্তু কার্যত রিজার্ভ ব্যাঙ্কে সেই নির্দেশিকা যে মানা হচ্ছে না, একথা স্বীকার করেছেন বিভিন্ন ব্যাঙ্ক কর্তাই। এ বিষয়ে স্টেট ব্যাঙ্কের এক জনসংযোগ আধিকারিক বলেন, 'আমরা গ্রাহকদের থেকে খুচরো নিতে বাধ্য। কিন্তু যেখানে কর্মী সংখ্যা কম অথচ গ্রাহক সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশি, সেখানে কাজের চাপ অনেকটা বেড়ে যায়। টাকা তোলা ও জমা উভয় লাইনেই যথেষ্ট ভিড় থাকে। এক্ষেত্রে কোনও গ্রাহক খুচরো জমা করতে এলে অনেক বিড়ম্বনায় পড়তে হয় কর্মীদেরও। ভিড়ের চাপ কম থাকা কালে গ্রাহকরা খুচরো নিয়ে এলে অসুবিধা অনেকটা কম হয়।' তবে খুচরো নিয়ে আসা গ্রাহকদের ফিরিয়ে দেওয়া যে ব্যাঙ্ককর্মীদের পক্ষে অন্যায়, তা মানছেন এই আধিকারিক। কিন্তু ব্যাঙ্কের এই সুবিধা–অসুবিধা তো সাধারণ মানুষের জানার কথা নয়। তাদের ধারণা ব্যাঙ্ক খুচরো দেওয়ার সময়ে দিচ্ছে, কিন্তু নেওয়ার সময়ে নিচ্ছে না। আর এর প্রভাব পড়ছে সাধারণ খোলা বাজার ও বাণিজ্যিক প্রেক্ষাপটে। প্রতিদিন খুচরো আদান–প্রদানে ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সবাইকে লিপ্ত হতে হচ্ছে বচসায়। ফলে বিপাকে পড়ছেন সকলেই।

Alipur Barta: 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 43, 19 August - 25 August, 2017

কারেকশন মুডে সূচক, বাউন্স ব্যাকের আশায় বুলরা

পার্থসারথি গুহ

অর্থনীতি

নিফটি কোন জায়গা থেকে আপাতত কারেকশনে আসতে পারে তা নিয়েও 'নানা মুনির নানা মত' শোনা যায়। শেয়ার বিশেজ্ঞদের বক্তব্য, হালফিলে ১০,১৩৭–এর থেকে ৫ দিনের সংশোধনীতে নিফটি চলে এসেছিল ৯৭০০–র সামান্য নিচে। এক্ষেত্রে ৪০০–৫০০ পয়েন্ট কারেকশন সম্পন্ন হয়েছে এই কদিনে। অর্থাৎ শতাংশের হিসেবে প্রায় ৪ শতাংশের একটু বেশি কারেকশন। বাজারের ধর্ম মেনে এরপর হয়তো একটা বাউন্স ব্যাক সংগঠিত হবে। কিন্তু ওই ১০ হাজারি বৃত্তের কাছে গিয়ে বারংবার ধাক্কা খেতে পারে নিফটি। শেয়ারবিদদের বক্তব্য, এরকম ৪–৫ শতাংশ কারেকশন হয়তো হতে পারে কোনও একটা জায়গাকে আপাত শীর্ষ অবস্থান ধরে নিয়ে। আর এই মুহূর্তে ১০ হাজার হল নিফটির জন্য সেই হার্ডলস, সেনসেক্সের ক্ষেত্রে এটা ৩২ হাজার। তবে তার থেকে বেশি কিছু আশা করা বেয়ারদের পক্ষে উচিত নয়। বরং এখন থেকেই পরিকল্পনা নিতে হবে বাজার বাড়ার সম্পূর্ণ সুবিধা যাতে ভোগ করতে পারেন। নচেৎ বাজার বাড়বে, বহু শেয়ারের দাম সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছে যাবে, কিছু সেক্টরও ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে কিন্তু আপনার হাতের শেয়ার নটনড়নচড়ন হয়ে থাকবে। এমনটা যাতে মোটেই না হয়, সেদিকে এখন থেকেই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে ট্রেডারদের। চালু সেক্টরে লগ্নি করতে হবে।

শেয়ার বাজারের চরিত্র অনেকটা বর্ষাকালের মতো। সকালে হয়তো দেখলেন আকাশ পরিস্কার, মেঘের লেশমাত্র নেই। পরক্ষণেই কালো মেঘ এসে আপনাকে বিপদে ফেলতে পারে। এই ধরুন আপনার বা ধরুন ভারতের সার্বিক পরিস্থিতি খুব ভালো, তার মানে এখানকার সূচকের বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা এমনটাই ভাববেন আপনি। কার্যক্ষেত্রে গিয়ে দেখা যাবে সারা বিশ্ব বাজার থেকে আসা খারাপ সংবাদ একে নিচের দিকে টেনে নামাচ্ছে। আবার যখন বিদেশের অবস্থা খুব চমৎকার তখন গিয়ে দেখা গেল দেশ থেকে আসা খারাপ খবরের জেরে ভারতের বাজার একেবারে চিৎপটাং হয়ে গেল। সুতরাং আবহাওয়ার মতো যদি আপনি ভাবেন শেয়ার বাজার সম্পর্কে আগাম আভাস দেওয়া যায় তা হলে আপনি বা আপনারা খুব ভুল করছেন। এখানে খানিকটা ভাগ্যের ভূমিকাও রয়েছে। ওই ব্যাপারটা হল লাগলে তুক আর না লাগলে তাক। এর ওপর ভর করে হয়তো কেউ কেউ মুরুব্বিয়ানা মেরে থাকেন শেয়ার বাজারে। তা বলে সব কিছুই এইরকম আন্দাজে বলে দেওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট কোম্পানি এবং তার বাজার সম্পর্কে পড়াশুনা। এই ব্যাপারটা নখর্দপণে থাকলে কিছুটা তো এগনো যায়ই। তাই বলে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মেলানো না হোক একটা সম্ভাবনার ছবির রূপদান করা যায়। এর বলে বলীয়ান হয়ে তাই বিশেষজ্ঞরা শেয়ারের ওপর তাদের মতামত দিয়ে থাকেন যাকে ধরা হয় এক্সপার্ট ভিউ হিসাবে। আগেই বলেছি এই বাজারের ধার এতটাই অদ্ভুত যে এখানে অনেকসময় বিশেষজ্ঞরাও হোঁচট খেয়ে পড়েন। তখন ফিসফাস শোনা যায় বাজারের অন্দরে যে ওই বিশেষজ্ঞরা কোনও কোম্পানি বা প্রভাবশালীর হয়ে তাদের মত তুলে ধরেছেন। ঘুরিয়ে এভাবে তাদের সমালোচনা করা হয়। ঝড়ে বক মরার মতো মাঝে মধ্যে এক আধটা লেগে গেলে তাদের আর দেখে কে। এর মধ্যে অনেক শেয়ার বাগ্মী রয়েছেন যারা ঠুনকো খবর দেন না। তাদের কথার মধ্যে পরিপূর্ণ যুক্তি থাকে। ফলে এদের খবর সঠিক ফান্ডামেন্টাল ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এদের কথার গ্রাহ্য করা যায়। তবে সবজান্তা মার্কা যে সব বিশেষজ্ঞ বাজার এবং শেয়ার নিয়ে আগডুম বাগডুম বকেন তাদের কথায় গুরুত্ব দিয়ে সময়ে নষ্ট না করাই ভালো। শেয়ার বাড়া কমা বা বাজারের উত্থান পতনের ব্যাপারে দুধরনের মতামত বাজারে প্রচলিত। এক হল ফান্ডামেন্টাল বা কোম্পানির গুণগত মান, তার রেজাল্ট ইত্যাদি নিয়ে সংগৃহিত খবর। আর দ্বিতীয়টি হল টেকনিক্যালস, অর্থাৎ নির্দিষ্ট শেয়ার কেন বাড়ছে, কবে কত দামে শীর্ষে আরোহন করেছিল, কত নিচে এসেছিল এইসব ট্র্যাক রেকর্ড দেখে যে হিসাব করা হয়ে থাকে সাধারণভাবে তাকে শেয়ার টেকনিক্যালস বলা হয়ে থাকে। আপাতত এই এক্সপার্ট ভিউ অনুযায়ী দেখে খেলার কথা বলা হচ্ছে। কপিবুক খেলুন, তাতে হয়তো আপনার বিরাট লাভ না হোক, টাকা ডুববে না। এই শীর্ষ বাজারের সেরা পদ্ধতি এখন এটাই।

রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে চাকরি

কাজের খবর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম কো–অর্ডিনেটর, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার এবং ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাসিস্টিক্যাল ম্যানেজার পদে ২২ জন কর্মী নেবে পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ বিভাগ। নিয়োগ হবে ন্যাশনাল হেলথ মিশনের অধীনস্থ প্রকল্পে। প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতি। প্রার্থীকে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হতে হবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : SHFWS/2017/110.

শূন্যপদের বিবরণ : ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম কো–অর্ডিনেটর : ৯টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ২, ওবিসি–এ ১, ওবিসি–বি ১, দৈহিক প্রতিবনন্ধী ১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : সোশ্যাল সায়েন্স বা সোশ্যাল ওয়ার্কে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। অথবা এমবিএ। এমএসঅফিস ব্যবহারের জ্ঞান থাকতে হবে। প্রোগ্রাম ম্যানেজার বা প্রোগ্রাম কো–অর্ডিনটর হিসেবে ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার।

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার : ৫টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি–এ, দৈহিক প্রতিবন্ধী ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : এম কম অথবা চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি বা কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্সি ইন্টারমিডিয়েট কোর্স পাস করে থাকতে হবে। এর পাশাপাশি ট্যালি সফটওয়্যার ব্যবহার করে কাজের দক্ষতা থাকতে হবে। অ্যাকাউন্টিং সংক্রান্ত কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার।

ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাসিস্টিক্যাল ম্যানেজার : ৮টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি–বি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিসিএ বা এমসিএ। অথবা স্ট্যাসিস্টিক্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। কম্পিউটারের জ্ঞান থাকা বাধ্যতামূলক। ম্যানেজমেন্ট ইনফর্মেশন সিস্টেম ম্যানেজার বা ম্যানেজমেন্ট ইনফর্মেশন সিস্টেম কো–অর্ডিনেটর হিসেবে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার।

সব ক্ষেত্রেই বাংলায় পড়তে এবং লিখতে জানতে হবে।

বয়স : ১–৪–২০১৭ তারিখে ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন : ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম কো–অডিনেটর পদের ক্ষেত্রে প্রতি মাসে ২৪,৭০০ টাকা। অন্য দু'টি পদের ক্ষেত্রে প্রতি মাসে ২২,৭০০ টাকা।

শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বাছাই করা প্রার্থীদের নির্বাচিত করা হবে কম্পিউটার টেস্ট এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbhealth.gov.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করার আগে প্রার্থীকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ ২২ আগস্ট। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্তের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো এবং সই আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ১০০ টাকা (সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫০ টাকা)। ফি দেওয়া যাবে অনলাইন ও অফলাইন উভয় ব্যবস্থাতেই। অনলাইনে ফি জমা দিতে হবে নেট ব্যাঙ্কিং অথবা ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে। অফলাইনে ফি জমা দেওয়া যাবে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার ই–চালানের মাধ্যমে। চালান ডাউনলোড করা যাবে উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকেই।

অফলাইনে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৩ আগস্ট। অনলাইনে ফি জমা দেওয়ার ৪৮ ঘন্টা পর ওয়েবসাইটে পুনরায় লগ–ইন করে ফি জমা–সংক্রান্ত তথ্যাদি দিতে হবে। অনলাইনে পূরণ করা দরখাস্ত সাবমিট করার শেষ তারিখ ২৫ আগস্ট। দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ৩৫৬২ প্রবেশনারি অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের ৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ৩,৫৬২ জন প্রবেশনারি অফিসার/ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি নিয়োগ করা হবে। এই পদে নিয়োগের জন্য যোগ্যতামান যাচাইয়ের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা 'কমন রিক্রুটমেন্ট প্রসেস ফর রিক্রুটমেন্ট অব প্রবেশনারি অফিসার্স/ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিজ ইন পার্টিসিপেটিং অর্গানাইজেশনস' নেওয়া হবে চলতি বছরের অক্টোবর–নভেম্বর মাসে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে ৭, ৮, ১৪ ও ১৫ অক্টোবর এবং মেন পরীক্ষা হবে ২৬ নভেম্বর। পরীক্ষার আয়োজক ইনস্টিটিউট অব ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন (আইবিপিএস)। এটি একটি স্বশাসিত সংস্থা। পশ্চিমবঙ্গে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে।

বর্তমানে দেশের অধিকাংশ ব্যাঙ্কে কর্মী নিয়োগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রক্রিয়া পরিচালনা করে আসবিপিএস। ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কস অ্যাসোসিয়েশনের অনুমোদন ও ভারত সরকারের সম্মতিক্রমে আইবিপিএস এই পরীক্ষা পরিচালনা করবে। ৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে প্রবেশনারি অফিসার/ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি পদে নিয়োগের লক্ষ্যে এই পরীক্ষা নেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট ৯টি ব্যাঙ্কের যে কোনওটিতে যোগ দিতে চাইলে আগে এই পরীক্ষায় সফল হতে হবে। অনলাইন পরীক্ষায় সফলদের একটি স্কোর কার্ড দেবে আইবিপিএস। ৩১–৩–২০১৯ পর্যন্ত এই স্কোর কার্ড বৈধ থাকবে।

ব্যাঙ্কগুলি তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রবেশনারী অফিসার/ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি পদে নিয়োগের জন্য যখন বিজ্ঞাপন দেবে তখন সেই বিজ্ঞাপনের উত্তরে শুধু আইবিপিএস–এর পরীক্ষার স্কোর কার্ডধারীরা আবেদন করতে পারবেন। অন্তত কত স্কোর থাকলে আবেদন করা যাবে তা নির্দিষ্ট করে দিতে পারে নিয়োগকারী ব্যাঙ্ক। এরপর সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক প্রয়োজন অনুসারে গ্রুপ ডিসকাশন, ইন্টারভিউ প্রভৃতির মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে প্রার্থী বাছাই করবে।

ব্যাঙ্ক অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ২৩৫টি (সাধারণ ১১৬, তফসিলি জাতি ৩৬, তফসিলি উপজাতি ১৯, ওবিসি ৬৪) এর মধ্যে ১৬টি শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ২টি করে শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ৩টি শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

অন্ধ্র ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ৬২৫টি (সাধারণ ৩১৮, তফসিলি জাতি ৯৩, তফসিলি উপজাতি ৪৬, ওবিসি ১৬৮) এর মধ্যে ৮টি করে শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ও বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ৯টি শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া : মোট শূন্যপদ ২০০টি (সাধারণ ১০১, তফসিলি জাতি ৩০, তফসিলি উপজাতি ১৫, ওবিসি ৫৪) এর মধ্যে ২টি করে শূন্যপদ শ্রবণ, অস্থি, দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী এবং বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র : মোট শূন্যপদ ১০০টি (সাধারণ ৫১, তফসিলি জাতি ১৫, তফসিলি উপজাতি ৭, ওবিসি ২৭)। এর মধ্যে ৩টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ১টি শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

কানাড়া ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ১,৩৫০টি (সাধারণ ৬৭৫, তফসিলি জাতি ২০৩, তফসিলি উপজাতি ১০৮, ওবিসি ৩৬৪)। এর মধ্যে ১৮টি করে শূন্যপদ শ্রবণ, অস্থি ও দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া : মোট শূন্যপদ ১০০টি (সাধারণ ৪৯, তফসিলি জাতি ১৫, তফসিলি উপজাতি ৮, ওবিসি ২৮) এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ শ্রবণ, অস্থি এবং দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ১০০টি (সাধারণ ৫০, তফসিলি জাতি ২৮, তফসিলি উপজাতি ২২)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ শ্রবণ, অস্থি, দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী এবং বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

ইউকো ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ৫৩০টি (সাধারণ ২৫১, তফসিলি জাতি ৭৫, তফসিলি উপজাতি ২৬, ওবিসি ১৭৮)। এর মধ্যে ৪০টি শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ৬টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ১০টি শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ৫টি শূন্যপদ বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

অনলাইন দরখাস্ত গ্রহণ শুরু হয়েছে। চলবে ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া : মোট শূন্যপদ ৩২২টি (সাধারণ ১২৭, তফসিলি জাতি ৮৩, তফসিলি উপজাতি ৩৪, ওবিসি ৭৮) এর মধ্যে ১৪টি করে শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ৩টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ১৩টি করে শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ১১টি শূন্যপদ বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট বা সমতুল।

বয়স : ১–৭–২০১৭ তারিখে ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, প্রতিবন্ধীরা ১০ ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

অনলাইন পরীক্ষা হবে দু' পর্যায়ে— প্রিলিমিনারি ও মেন। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে এই সব বিষয়ে (ব্র্যাকেটে প্রতি বিষয়ের নম্বর) : ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৩০), কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড (৩৫), রিজনিং এবিলিটি (৩৫)। মোট সময়সীমা ১ ঘন্টা। এই পরীক্ষায় পাশ করলে মেন পরীক্ষার জন্য বিবেচিত হবেন। মেন পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে (ব্র্যাকেটে প্রতি বিষয়ের নম্বর) : রিজনিং অ্যান্ড কম্পিউটার অ্যাপ্টিটিউড (৬০), ব্যাঙ্কিং শিল্প–সহ সাধারণ সচেতনতা (৪০), ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৪০), ডেটা অ্যানালিসিস অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন (৬০), লেটার রাইটিং অ্যান্ড এসে (২৫)। মোট সময়সীমা ৩ ঘন্টা ৩০ মিনিট।

ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং হবে। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য অতিরিক্ত এক–চতুর্থাংশ নম্বর কাটা যাবে।

পরীক্ষা হবে দেশ জুড়ে বিভিন্ন কেন্দ্রে। পশ্চিমবঙ্গের স্টেট কোড ৪৬। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার কেন্দ্রগুলি হল : কলকাতা ও বৃহত্তর কলকাতা, শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর, আসানসোল, বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, কল্যাণী ও বহরমপুর। মেন পরীক্ষার কেন্দ্রগুলি হল : বৃহত্তর কলকাতা, আসানসোল, কল্যাণী ও শিলিগুড়ি।

তফসিলি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের জন্য প্রাক–পরীক্ষা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.ibps.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। ৫ পর্যন্ত অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে।

ফটো ও সই স্ক্যান করার পরে অনলাইন দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় আপলোড করতে হবে। পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশিকা পাওয়া যাবে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

অনলাইন দরখাস্ত সাবমিট করার পর সিস্টেম জেনারেটেড রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। দরখাস্তের একটি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এই প্রিন্ট আউট কোথাও পাঠাতে হবে না। পরে প্রয়োজন হতে পারে।

পরীক্ষার ফি জমা দিতে হবে অনলাইনে। ফি–এর পরিমাণ ৬০০ টাকা (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা)। অনলাইন ব্যবস্থায় ডেবিট কার্ড (রুপে/ভিসা/মাস্টার কার্ড/মায়েস্ট্রো) বা ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং বা ইমিডিয়েট পেমেন্ট সার্ভিস (আইএমপিএস) বা ক্যাশ কার্ড বা মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। ফি জমা দেওয়ার পর জেনারেটেড ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.ibps.in

অনলাইন দরখাস্ত করতে বসার আগে প্রস্তুত রাখবেন

● স্ক্যান করা ফটোগ্রাফ। পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো স্ক্যান করিয়ে নিতে হবে। ফটোর ব্যাকগ্রাউন্ড হালকা বা সাদা রঙের হতে হবে। স্ক্যান করা ফটোর ডাইমেনশন হতে হবে ২০০×২৩০ পিক্সেলস। ফর্ম্যাট হতে হবে জেপিজি বা জেপেগ। ফাইল সাইজ হতে হবে ২০ কেবি থেকে ৫০ কেবির মধ্যে।

● প্রার্থীর স্ক্যান করা সই। সাদা কাগজের ওপর কালো কালির পেন দিয়ে সই করার পরে সেটি স্ক্যান করিয়ে নিতে হবে। স্ক্যান্ড সইয়ের ডাইমেনশন হতে হবে ১৪০×৬০ পিক্সেলস। ফর্ম্যাট হতে হবে জেপিজি বা জেপেগ। ফাইল সাইজ হতে হবে ১০ কেবি থেকে ২০ কেবির মধ্যে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৯ আগস্ট – ২৫ আগস্ট, ২০১৭

মেষ : ব্যবসা–বাণিজ্যে সফলতারযোগ রয়েছে। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। বেকারত্বের অবসান হবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি যোগ রয়েছে। লেখাপড়ার ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার যোগ রয়েছে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ।

বৃষ : বন্ধুরা আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্যের যোগ রয়েছে। কিন্তু সপ্তাহের শেষ দিকে কোনও দায়িত্বের মধ্যে যাবেন না। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে যশ পাবেন।

মিথুন : ভাই বোনদের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পাবেন। শিক্ষায় অগ্রগতির যোগ রয়েছে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগ থাকলেও ক্ষতি হবে না। আয় ভালই হবে। বন্ধুর দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি।

কর্কট : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সপ্তাহের শেষে শুভ যোগাযোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। ব্যবসায় লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বজায় থাকবে। আত্মীয়দের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় থাকবে।

সিংহ : আপনার দৃঢ়তার জন্য সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। মনের মত মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে। আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। সন্তান সন্ততি বিষয়ে শুভযোগ রয়েছে।

কন্যা : যতই ঝামেলা ঝঞ্ঝাট, বাধা–বিপত্তি আসুক না কেন আপনি অবশ্যই জয় লাভ করতে সমর্থ হবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে অগ্রসর না হওয়াই ভাল। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। শিক্ষায় শুভ হবে।

তুলা : স্নেহ প্রীতির যোগ রয়েছে কিন্তু সতর্কে চলতে হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। ভাগ্যের উন্নতির যোগ থাকলেও বুদ্ধির ভুলে ক্ষতির যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। লেখাপড়ায় মিশ্রফল পাবেন।

বৃশ্চিক : বেকারত্বের অবসান হবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ রয়েছে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ফলভাল হবে। পিতার স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। যোগাযোগমূলক কাজে সাফল্য পাবেন। সতর্কে চলবেন।

ধনু : বন্ধু–বান্ধব থেকে সতর্ক থাকবেন। মনের কতা কাউকে না জানানোই ভাল, বাধার মধ্য দিয়ে আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। নাড়ীঘটিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। ভাগ্যের উন্নতির যোগ রয়েছে।

মকর : মানসিকতার দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়বেন। দায়িত্বমূলক কাজে বাধা। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। যকৃৎ সংক্রান্ত পীড়ায় ও সংক্রামক পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বুদ্ধি করে না চললে ক্ষতি হবে।

কুম্ভ : আর্থিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা আসবে। তথাপি আপনি অর্থনৈতিক উন্নতিতে সক্ষম হবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে ভাল ফল করবেন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট। দূর ভ্রমণের যোগ রয়েছে।

মীন : শরীর ভাল যাবে না। বায়ু সংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে বাধার মধ্য দিয়ে সাফল্য পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ রয়েছে। আয়ের ক্ষেত্রে মিশ্র ফল পাবেন। বন্ধুদের থেকে দূরে থাকবেন।

শব্দবার্তা ৪৩

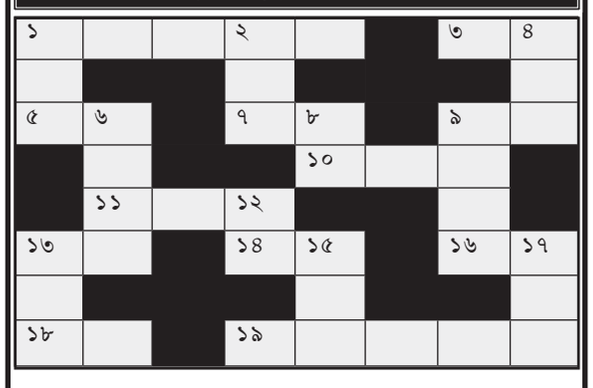

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। জাহাঙ্গিরের স্ত্রী ৩। হার ৫। আতাজাতীয় ফল বিশেষ ৭। (কাব্যে) আমার ৯। পবিত্র, ধার্মিক ১০। (আল.) কঠোর বা ভালোরকম শিক্ষা ১১। '— গরজে মেঘ ঘন বরষা' ১৩। দৃষ্টিহীন ১৪। শব্দটা 'আন্দাজ' করুন ১৬। খারিজ, বাতিল ১৮। কাঁথা ১৯। জীবনানন্দ দাশ–এর প্রথম কবিতার বই।

উপর–নীচ

১। অবনত করা ২। বাঘের ডাক ৪। কান্তি, সৌন্দর্য ৬। সামান্যতম চিহ্ন বা উল্লেখ ৮। গৌড়ীয়— ৯।কৃতিত্বের জন্য কৃতীর প্রাপ্য ১২। নায়ক, পরিচালক ১৩। সৈন্যদল ১৫।কাঁসার বাটি ১৭। 'একক —শতক'।

সমাধান : শব্দবার্তা ৪২

পাশাপাশি : ১। শ্রীরামপুর ৪। পতাকা ৫। তহরি ৬। বাছাধন ৯। কমজোর ১০। নাগাড় ১১। মহেশ ১২। ঝড়বাদল।

উপর–নীচ : ১। শ্রীঘরবাস ২। পুরাতন ৩। ঝাঁকা ৪। পরিশ্রম ৭। ধননাশ ৮। করকমল ৯। কড়মড় ১১। মম।

আলিপুর বার্তার সারকুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃ

চারিদিকে পাপের আঁধার, নেই কোথাও আলো, মনে হয় অন্ধ হওয়াই ছিল অনেক ভালো। ৭১ তম স্বাধীনতা দিবসে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং এ শহিদ বেদিতে মালা দেওয়ার সময় ভারতবর্ষের মানচিত্রের উপর জুতো পরে মালা দিচ্ছেন ক্যানিং ১ নং বিডিও কিংশুক চন্দ।

আলকাতরা মাখানো নেতাজির আবক্ষ মূর্তি, গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি : পাচঁড়া (বীরভূম) স্বাধীনতা দিবসের দিনে উন্মোচনের আগেই আলকাতরালিপ্ত, নাক ভাঙা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আবক্ষ মূর্তি ঘিরে তোলপাড় গোটা রাজ্য। ঘটনাস্থল বীরভূম জেলার খয়রাশোল থানার পাঁচড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, ১ লাখ ৩৬ হাজার টাকা ব্যয়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আবক্ষ মূর্তি বসানো হয়েছিল খয়রাশোল ব্লকের পাঁচড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে। ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের দিনেই উন্মোচন হওয়ার কথা ছিল মূর্তিটির। কিন্তু তার আগেই রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা নেতাজীর আবক্ষ মূর্তিটির নাক ভেঙে আলকাতরা লাগিয়ে দেয় বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। ঘটনাটি প্রথমে নজরে আসে পঞ্চায়েতের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী দীনবন্ধু দাসের। পরে ঘটনার কথা শুনে ছুটে আসেন প্রধান থেকে পঞ্চায়েত সদস্যরা। আসে খয়রাশোল থানার পুলিশ। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায় সেই খবর। নিন্দার ঝড় উঠে রাজ্যজুড়ে। ক্ষোভে ফুঁসছে স্থানীয় বাসিন্দারা। দুষ্কৃতীদের শাস্তির দাবি তুলেছেন তারা। খয়রাশোল থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পাচড়া গ্রাম থেকে পুলিশ ময়দা বাউরি ও বিনোদ দাস নামে দুইজনকে গ্রেপ্তার করে। বিনোদ বহুজন মুক্তি দলের সদস্য। ধৃতদের বিরুদ্ধে ১৫৩ –এ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। বুধবার ১৬ আগস্ট ধৃতদের দুবরাজপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক সায়নী মুখোপাধ্যায় দুদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্যানিংয়ে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড় হয়ে পুলিশের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার হল দুই দুষ্কৃতী। ধৃতদের নাম শুভ মাখাল ও গোলকা বৈদ্য। বুধবার রাতে ক্যানিং থানার ২ নম্বর দিঘিরপার এলাকার রায়বাঘিনী মোড়ের কাছ থেকে এই দুই যুবককে গ্রেফতার করে ক্যানিং থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে একটি দেশি পাইপগান ও এক রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়েছে। তবে দুজন ধরা পড়লেও বাকিরা পলাতক। এ বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। বেশ কিছু দিন ধরেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় ডাকাতি, ছিনতাই, চুরি, তোলাবাজি সহ বিভিন্ন রকম অসামাজিক কাজকর্মের অভিযোগ উঠছিল এই গোলকা, শুভ, পিন্টু ঢালি, আনোয়ারদের বিরুদ্ধে। রাত বাড়লেই রাস্তা দিয়ে যাওয়া পথ চলতি মানুষদের কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে লুট করাই ছিল এদের মূল কাজ। বিভিন্ন ভাবে ক্যানিং থানার পুলিশ এদের ধরার চেষ্টা করেও বারে বারে ব্যর্থ হচ্ছিল। তাই গত কয়েকদিন ধরেই সাদা পোশাকের পুলিশ ও ক্যানিং থানার সিভিক ভলেন্টিয়ারদের একটি দল এদের গতিবিধির উপর নজর রাখছিলো। সেই মোতাবেক পুলিশ খবর পায় বুধবার রাতে এই দুষ্কৃতী দলটি বড়সড় কোনও ডাকাতির ছক কষেছে। খবর পেয়েই বুধবার মাঝরাতে ২ নম্বর দিঘিরপার এলাকার রায়বাঘিনী মোড়ে হানা দিয়ে এই দুজনকে ধরে ফেললেও বাকিরা পালিয়ে যায়। অন্যদিকে শুভ মাখাল নামে আরেক অভিযুক্ত ক্যানিং–এর বঙ্কিম সরদার কলেজে প্রথম বর্ষে পড়াশুনা করতো। গত বছর থেকে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে অসামাজিক কাজে হাত পাকিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। ধৃতদের বৃহস্পতিবার আলিপুর আদালতে তোলা হয়েছে।

জিএসটি নিয়ে মিষ্টান্ন শিল্পে ক্ষোভ

রিম্পি ঘোষ: সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবসা – বাণিজ্যে জিএসটি নীতি প্রয়োগের ফলে দেশের সর্বত্রই এই নিয়ে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। ছোট, বড়, মাঝারি ও খুচরো ব্যবসায়ীরা সকলেই এর বিরোধিতা করেছে। বাদ যায়নি মিষ্টান্ন শিল্প। এই জিএসটি নীতি প্রয়োগের বিরোধিতা করে রাজব্যব্যাপী মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা বনধের ডাক দিয়েছেন। হুগলি জেলার চন্দননগরের শতাব্দী প্রাচীন মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান সূর্য কুমার মোদকের কর্ণধার শৈবাল কুমার মোদক জানান, মিষ্টি তৈরির প্রধান উপাদান হল দুধ ও ছানা। দুধ, ছানা ও পনির ও টক দইয়ের ওপর কোন জিএসটি নেই। কিন্তু কাঁচা ছানার সঙ্গে চিনি মিশিয়ে মিষ্টি করলেই তাতে জিএসটি দিতে হবে। এখন যে রসগোল্লার দাম ৫ টাকা সেই মিষ্টির দাম জিএসটি বসিয়ে হবে ৫.৬০ অর্থাৎ ৬ টাকা। এইরকম জলভরার দাম ২৫.০০ বা ৩০.০০ টাকা। তাতে জিএসটি বসালে ২৬.২৫ অর্থাৎ ২৭ টাকা অথবা ৩১.৫০। সেক্ষেত্রে হয় মিষ্টির দাম বাড়াতে হবে নয়ত ক্রেতাসাধারণের কথা মাথায় রেখে মিষ্টির দাম না কমিয়ে আকার ছোট করতে হবে। আসন্ন গণেশ চতুর্থীকে মাথায় রেখে এই সংস্থা লাড্ডু ও মোদক তৈরি করে থাকে। প্রায় ৫০ কেজি. ওজনের একেকটা লাড্ডুর দাম প্রায় ২৫০.০০। পিস প্রতি একেকটটি মোদকের দাম প্রায় ১৫ টাকা। কিন্তু মিষ্টির ওপর জিএসটি বসালে এই দাম যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে তাতে বিভিন্ন পূজা – পার্বনে মিষ্টির দাম সাধারণ মানুষের হাতের নাগালের বাইরে চলে যাবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। ভদ্রেশ্বরের আরেক মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান মৃতুঞ্জয় সুইটসে পিস প্রতি গোলাপ–জামুনের দাম প্রায় ১২ টাকা, বাটার রোলের দাম পিস প্রতি প্রায় ৩০ টাকা, কুলফির দাম প্রায় ৩৫ টাকা। কিন্তু জিএসটি বসালে এই সবের দাম বৃদ্ধি পাবে। রিষড়ার শতাব্দী প্রাচীন মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান ফেলু মোদকের কর্ণধার অমিতাভ মোদক জানান, জিএসটি বসালে মিষ্টির দামের ওপর ৫ শতাংশ ও নোনতা জিনিসের দামের ওপর ১২ শতাংশ কর দিতে হবে। মিষ্টান্ন শিল্প হল এই রাজ্যের সর্ববৃহৎ অসংগঠিত কুটির শিল্প। লক্ষাধিক মানুষের আর্থিক সংস্থান এই শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। তাই জিএসটি নিয়ে মিষ্টান্ন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত এই অগণিত মানুষের ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চয়তার মুখে। এর পাশাপাশি দাম বৃদ্ধি পেলে ক্রেতা সাধারণের কম দামে মিষ্টির চাহিদা কি করে পূরণ হবে সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

কুৎসা ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের চিকিৎসকের

বারাসত

নিজস্ব প্রতিনিধি : যে কোনও রোগীর কাছে চিকিৎসক মাত্রই ভগবান। তবে ভগবানের মতো চিকিৎসক হতে পারেন ক'জন! বর্তমান অর্থসর্বস্ব সমাজ ব্যবস্থায় ডাক্তারদের অধিকাংশই চিকিৎসা পরিষেবায় যত্ন দেওয়ার চেয়ে অর্থোপার্জনের ইঁদুর দৌড়ে শামিল। এই ইঁদুরদৌড়ের বাইরেও কিছু ডাক্তার আছেন, যারা রোগীদের কাছে সত্যিই ভগবান। তবে তাঁদের সংখ্যা হাতেগোনা। এরকমই হাতে গোনা একজন চিকিৎসক তথা কলকাতার পেডিয়াট্রিক সার্জারি ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথ–এর প্রফেসার ডাঃ তপনজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও তিনি সল্টলেকের অ্যাপোলো হাসপাতালে ভিজিটিং পেডিয়াট্রিক সার্জেন এবং এএমআরআই হাসপাতাল ও কলোম্বিয়া এশিয়াতে সার্জেন হিসেবে যুক্ত। অস্ত্রোপচার কক্ষে যার হাতের অস্ত্র অনুগত ভৃত্যের মতো কথা শোনে। নিজের বুদ্ধি ও অধ্যবসায়কে প্রয়োগ করে চিকিৎসা জগতে আঞ্চলিকতার গণ্ডি অতিক্রম করে যে ক'জন হাতে গোনা ডাক্তার জাতীয় স্তরে উন্নীত হয়েছেন, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসতের ডাঃ তপনজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় তাদেরই একজন। কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে ১৯৮১ সালে এমবিবিএস পাশ করার পর ১৯৮৫ সালে সাধারণ শল্য চিকিৎসায় এমএস এবং ১৯৯৪ সালে শিশু শল্য চিকিৎসায় এমসিএইচ(চিরারজি) হন। সিঁড়ি ভাঙার মতো শল্য চিকিৎসায় একের পর এক সাফল্যের সিঁড়ি অতিক্রম করে আজ তিনি শুধু বারাসত বা উত্তর চব্বিশ পরগনায় নন, গোটা রাজ্য তথা জাতীয় চিকিৎসা জগত সহ আন্তর্জাতিক চিকিৎসা জগতের এক অন্যতম সম্পদে পরিণত হয়েছেন। বিশেষ করে শিশু ল্যাপারোস্কোপিক শল্য চিকিৎসায় তাকে একপ্রকার ধন্বন্তরী বলা চলে।

গতবছর কলকাতা সায়েন্স সিটিতে এএমএএস (অ্যাসোসিয়েশন অফ মিনিমাল অ্যাকসেস সার্জেনস অফ ইন্ডিয়া)–এর এক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এই কনফারেন্সে এসএসকেএম হাসপাতালে ডাঃ তপনজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রোপচারের টেলিকাস্ট করা হয়। সারা ভারতে কমপক্ষে ছ' হাজার সার্জেন এই অপারেশন উপভোগ করেন। তিনি সমগ্র ভারতের বিভিন্ন বড় বড় ইনস্টিটিউশনগুলিতে ফ্যাকাল্টি মেম্বার হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বারাসতে কেয়ার অ্যান্ড কিওর হসপিটালের তিনি প্রধান প্রতিষ্ঠাতা চিকিৎসক।

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত রকমের উন্নতমানের গুণাবলি সমৃদ্ধ অস্ত্রোপচার এখানেই হয়। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও ভারতের অন্যান্য রাজ্য এমনকি পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকেও আসা বহু রোগীরও এখানে সফল অস্ত্রোপচার করেছেন তিনি। ভারতের সমস্ত জাতীয় স্তরের কনফারেন্সে ফ্যাকাল্টি হিসেবে রাজ্যকে গর্বিত করেছেন। এএমএএসআই–এর পক্ষ থেকে দুবাইতে ২০১৪ সালের নভেম্বর 'ফেলোশিপ' সম্মানে তাকে ভূষিত করা হয়।

নাড়িভুঁড়ি বাইরে বেরিয়ে থাকা অবস্থায় ভূমিষ্ঠ শিশুকে যেমন অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন দান করেছেন তেমনই বর্ধমানের নেক্রোটাইজিন এন্টারোকোলাইটিস নামক রোগাক্রান্ত জনৈক শিশুর বৃহদান্ত্র সম্পূর্ণ পচে যায়। সফল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তা বাদ দিয়ে শিশুটিকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনেন তিনি। কল্যাণী হাসপাতালে জন্ম থেকে মেনিনগো এনকেফাললোসিল রোগাক্রান্ত শিশুকেও এরকমই সফল শল্য চিকিৎসায় সুস্থ জীবন দান করেন। হরমোনের সমস্যাজনিত কারণে শিশুর লিঙ্গ পরিচিতির সঙ্কটকালীন অবস্থায় সফল ও ঐতিহাসিক অস্ত্রোপচারে সাত বছরের সুজাতাকে তিনি সুজিত–এ রূপান্তরিত করেন। তৎকালীন সময়ে যা ছিল এই জেলা সহ রাজ্যের এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী নজির। এছাড়াও দুটি পেট সহ এক মাথাওয়ালা জনৈক সদ্যজাতকেও সফল অস্ত্রোপচারে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন দান করেছেন।

এহেন ধন্বন্তরী চিকিৎসক আজ স্থানীয় এক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর চক্রান্তের শিকার বলে তার পারিবারিক সূত্র থেকে জানা গিয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, এই চিকিৎসকের ছেলের বিয়ের সময় থেকে এই গোষ্ঠীটি বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে তাকে বিব্রত করছে। সংশ্লিষ্ট সংস্থার পক্ষ থেকে সম্প্রতি বারাসত থানায় একটি অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয়েছে। যার জিডিই নং ১৩৮৯, তারিখ – ১৫/৭/১৭। গোষ্ঠীটির এই চক্রান্ত ডাঃ তপনজ্যোতির পেশাগত মনঃসংযোগে বিচ্যুতি ঘটাচ্ছে, যা রোগীদের জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক বলে তাঁর পরিবারের দাবি। এমনও দাবি করা হয়েছে, 'নোটবন্দি'র সময়েও বিভিন্ন অপপ্রচার ঘটিয়েও তাকে ব্যাপক বিব্রত করার অপচেষ্টা চালানো হয়েছিল। যা সুস্থ সামাজিকতার পক্ষে আদৌ অভিপ্রেত নয়, বলে স্থানীয় চিকিৎসক মহলের একাংশের অভিমত। তবে এ অবস্থা চলতে থাকলে তিনি বারাসত ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হবেন বলে সংশ্লিষ্ট পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এমনটা হলে নিঃসন্দেহে এই জেলা শহর চিকিৎসা জগতের এক অন্যতম নক্ষত্রকে হারাবে বলে মনে করেন স্থানীয় বুদ্ধিজীবী ও বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১২ আগস্ট শনিবার সিপিডিআর নামক এক মানবাধিকার সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় বারাসত প্রেস ক্লাবের সভাকক্ষে ডাঃ তপনজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়, স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ গৌরাঙ্গ ঘটক, নাক–কান–গলা বিশেষজ্ঞ ডাঃ রণজিত মণ্ডলের উপস্থিতিতে এক সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ডাঃ তপনজ্যোতি এই মর্মে সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ জানান। অভিযোগে তিনি তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন কুৎসা ও অপপ্রচারের কথা উল্লেখ করেন। চিকিৎসার আড়ালে তিনি প্রোমোটারি ব্যবসা করছেন বলেও চক্রান্তকারীরা তার বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছে বলেও দাবি করেছেন। একইসঙ্গে তিনি সাংবাদিকদের কাছে তাদের পেশাসুলভ তদন্তের জন্যও অনুরোধ জানেন।

পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের প্রচারিত কোনও অভিযোগ সত্যি প্রমাণিত হলে তিনি শুধু বারাসত বা উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা নয়, এই রাজ্য ছেড়ে চলে যাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বারাসত থেকে প্রকাশিত একটি পাক্ষিক সংবাদপত্রের দিকে অভিযোগের আঙুল তোলেন। তিনি বলেন, 'পত্রিকাটি আমার নাম না করে যে কুৎসা ও অপপ্রচার চালাচ্ছে, তা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।' এ বিষয়ে ভিভো (ভিআইভিও) কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড–এর চেয়ারম্যান সমরেন্দ্রনাথ পাল বলেন, 'কেয়ার অ্যান্ড কিওর হসপিটাল' এই সংস্থার একটি ইউনিট। আমরা সংস্থার পক্ষ থেকে বারাসত থানায় অভিযোগ জানিয়েছি।

এ প্রসঙ্গে বারাসত থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়, উভয়পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট পত্রিকাটির মন্তব্য, এ যেন 'ঠাকুর ঘরে কে, আমি তো কলা খাইনি'র মতো অবস্থা। তবে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা তথা বারাসত থেকে প্রকাশিত কয়েকটি সংবাদপত্র সংশ্লিষ্ট পত্রিকাটির এহেন আচরণকে সুনজরে দেখছে না বলে জানা গিয়েছে। ডাঃ তপনজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবার থেকে জানানো হয়েছে, পুলিশ কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ না করলে তারা সরাসরি আদালতের দ্বারস্থ হবেন।

সন্দেহের বশেই স্ত্রীকে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ, ১৬ আগস্ট: মঙ্গলবার স্ত্রী খুনে অভিযুক্ত স্বামী চন্দন নায়েককে নিয়ে ঘটনার পুনঃনির্মাণ করল সুন্দরবন জেলা পুলিশ। এদিন বেলা ১১টা নাগাদ চন্দনকে ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়। সঙ্গে ছিলেন কাকদ্বীপের সিআই অলোকরঞ্জন মুন্সি, ওসি সুদীপ সিং। এদিন কাকদ্বীপের গঙ্গাধরপুর ব্রিজের নীচের ঝোপ থেকে মেলে নিহত বধূ সুমনা মণ্ডল নায়েকের একটি ব্যাগ। তবে সুমনার মোবাইলটি এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। সন্দেহের বশে স্ত্রীকে শ্বশুরের কিনে দেওয়া নতুন শাড়ির আঁচল দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুন করার কথা স্বীকার করে নিয়েছে চন্দন।

গঙ্গাধরপুর ব্রিজের নীচে খুনের পুনঃনির্মাণ চলছে।

পাথরপ্রতিমার গোবর্ধনপুর কোস্টাল থানার উত্তর সীতারামপুরের বাসিন্দা চন্দন নায়েক। বছর দুই আগে মোবাইলের মাধ্যমে আলাপ হওয়ার পর নাবালিকা সুমনার সঙ্গে বিয়ে হয় চন্দনের। কিন্তু বিয়ের পর থেকে স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা হচ্ছিল না। সুমনা রাগ করে প্রায়শই বাপেরবাড়ি চলে যেতেন। এবারও গত ৬ মাস আগে সুমনা বাপেরবাড়ি চলে গিয়েছিলেন। চন্দন ভিনরাজ্যে রাজমিস্ত্রির কাজ করে। গত মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরে শ্বশুরবাড়ি থেকে স্ত্রী সুমনাকে আনতে গিয়েছিল চন্দন। কিন্তু স্ত্রীকে নিজের বাড়িতে না নিয়ে গিয়ে গঙ্গাধরপুর ব্রিজের নীচে নিয়ে গিয়ে খুন করে চন্দন। এদিন চন্দন জানায়, প্রথমে গঙ্গাধরপুর ব্রিজের নীচে স্ত্রীকে নিয়ে যায় সে। তখন আনুমানিক রাত ৯টা। চারিদিক শুনশান। প্রথমে সুমনার দুই হাত পিছমোড়া করে বাঁধে। তারপর শাড়ি আঁচল দিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে খুন করে। খুন নিশ্চিত করে স্ত্রীকে ব্রিজের একটি কংক্রিটের চাঙরের মাঝে ফেলে দিয়ে রাতে পাশের দূর্বাচটি গ্রামে দিদির বাড়িতে গিয়ে ওঠে চন্দন। ঘটনার চারদিন পর স্থানীয় মৎস্যজীবীরা সুমনার পচাগলা দেহটি দেখতে পান। পরে সুমনার পরনের শাড়ি দেখে পরিচয় জানা যায়। পুলিশি জেরায় চন্দন জানিয়েছে, ভিন রাজ্যে থাকার সময় স্ত্রীকে ফোন করলে ব্যস্ত পেত। সেইসময় অন্য কারোর সময় কথা বলত সুমনা। চন্দনের সন্দেহ বাড়তে থাকে। সেই সন্দেহের বশেই সুমনাকে খুন করে চন্দন। চন্দন আপাতত পুলিস হেফাজতে আছে।

অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে গণধর্ষণ

পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন, গ্রেপ্তার ১

সাগর

মেহেবুব গাজী, সাগর, ১৬ আগস্ট: সাগর কোস্টাল থানার শ্রীধাম এলাকায় অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল। গণধর্ষণের পর অভিযুক্তরা নির্যাতিতাকে হাসপাতালে ভর্তি হতেও বাধা দেয়। পরে কোয়াক ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করানো হয় মৎস্যজীবী পরিবারের ওই ছাত্রীকে। কিন্তু ধর্ষণকারীরা এলাকার প্রভাবশালী হওয়ায় পুলিস অভিযোগ নিতে গড়িমসি করে বলে অভিযোগ। উল্টে নির্যাতিতার পরিবারকে দিয়ে কোনও ঘটনা ঘটেনি বলে মুচলেকা লিখিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে থানার ওসি দেবাশিস রায়ের বিরুদ্ধে। পরে এলাকার বিজেপি নেতৃত্ব থানা ঘেরাওয়ের ডাক দিলে ঘটনার ৩ দিন পর গণধর্ষণের মামলা রুজু করে পুলিশ। ঘটনায় গোপাল দাসকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বাকি ২ অভিযুক্ত রঞ্জিত ভুঁইয়া ও অভিজিৎ নস্কর পলাতক। নির্যাতিতাকে আপাতত একটি হোমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুন্দরবন জেলার পুলিশ সুপার তথাগত বসু বলেন, অভিযোগের ভিত্তিতে গণধর্ষণ ও পকসো আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

সাগরের শ্রীধামের অভাবী মৎস্যজীবী পরিবারের পনেরো বছরের ছাত্রী। তিন ভাই বোনের মধ্যে সে মেজ। পড়ে স্থানীয় শ্রীধাম কপিলানন্দ বিদ্যানিকেতনের অষ্টম শ্রেণিতে। ছাত্রীর বাবা গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যান। বাড়িতে অসুস্থ মা। গত ৮ আগস্ট বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছাত্রীকে ধর্ষণ করেছিল এলাকার প্রভাবশালী যুবক রঞ্জিত ভুঁইয়া। ভয়ে ছাত্রী বিষয়টি চেপে গিয়েছিল। এইসময় প্রতিবেশী যুবক ও দূর সম্পর্কের আত্মীয় গোপাল দাসকে বিচার পাওয়ার জন্য ছাত্রী সব খুলে বলে। গত ১১ আগস্ট সন্ধের পর ছাত্রীর বাড়িতে আসে গোপাল। ছাত্রীকে এসে গোপাল বলে, রঞ্জিত তোকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে চল। গোপালের কথা বিশ্বাস করে ছাত্রী রাত আটটা নাগাদ গোপালের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। কিন্তু গোপাল সেদিন রাতে অন্ধকারে ছাত্রীকে নিয়ে গিয়ে তোলে গঙ্গাসাগরের ঝাউবনের ভেতর মৎস্যজীবীদের মাছের খটিতে। ছাত্রীর বাড়ি থেকে মাছের খটির দূরত্ব প্রায় ২ কিমি। কিন্তু সেখানে রঞ্জিত ছিল না। তখন ছাত্রী চিৎকার চেঁচোমেচি শুরু করে। কিন্তু ছাত্রী তখন অসহায়। এরপর সেখানে রাতভর ধর্ষণ করে গোপাল। সঙ্গী ছিল অভিজিৎ নস্কর। অভিজিৎ রঞ্জিতের আত্মীয়। অভিজিৎ মগরাহাটের বাসিন্দা। একসময় গণধর্ষণের পর অচৈতন্য হয়ে পড়ে ওই ছাত্রী। সেইসময় ধর্ষণকারীরা ভেবেছিল ছাত্রী হয়ত মারা গিয়েছে। খটির মধ্যে তাকে রেখে চম্পট দেয় অভিযুক্তরা।

এই মাছের খটিতে গণধর্ষিতা হয় ছাত্রী। অভিযুক্ত রঞ্জিত ভুঁইয়া।

অন্যদিকে মেয়েকে খুঁজে না পেয়ে তখন খোঁজাখুঁজি শুরু করেছে পরিবারের লোকজন। কিন্তু কোথাও কোন খোঁজ পায়নি। ভোরে স্থানীয় এক মহিলা নদীতে মিন ধরতে যাওয়ার পথে গোঙানির শব্দ শুনতে পান। সেই মহিলা নির্যাতিতাকে দেখতে পান। পরে পরিবারের লোকজন খবর পেয়ে উদ্ধার করে আনে। সাগর বিজেপির মণ্ডল সভাপতি বুদ্ধদেব ভুঁইয়া বলেন, হাসপাতালে ভর্তি পর্যন্ত করতে দেয়নি অভিযুক্তরা। নির্যাতিতা অভিযুক্তদের নাম বলে দেওয়ার পর থেকে ক্রমাগত হুমকি আসতে থাকে। অভিযুক্তরা এলাকার প্রভাবশালী ব্যবসায়ী। পরে থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ অভিযোগ না নিয়ে মুচলেকা লিখিয়ে নেয়। নির্যাতিতার মেডিক্যাল পর্যন্ত করায়নি। অভিযুক্তরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু পুলিস গ্রেপ্তার করছে না। নির্যাতিতার মায়ের প্রশ্ন, আমরা গরিব বলে কি বিচার পাব না?

কেমন আছে ঝড়খালিতে বাঘে খাওয়া পরিবারগুলি

প্রশান্ত সরকার, ঝড়খালি ঃ কথায় বলে ধরিবো মাছ খাইবো সুখে, আর এই সুখের ঘরে যদি আগুন লাগে সে আগুন আর নেভানো যায় না। সুন্দরবন আপনার আমার সকলের খুব প্রিয়। আর এই প্রিয় সুন্দরবন কারো কারো জীবনের কাল হয়ে দাঁড়ায়। এমননি এক পরিবারের কথা আপনাকে জানাবো। যে পরিবারে নেমে এসেছে অন্ধকার স্বজন হারানো বেদনায়।

গীতা সরকার ঝড়খালি একেজি কলোনির বাসিন্দা। গীতা দেবীর জীবনে নেমে এসেছে কালো ছায়া যে কালো ছায়া সরিয়ে আশার আলো আর নেই। গীতা দেবীর স্বামী বিনয় সরকার (৪২) পেশায় মৎস্যজীবী ছিলেন। সুন্দরবনের নদী নালাতে মাছ কাঁকড়া ধরে কোনো রকম সংসারটা চালাতেন। পাঁচ মেয়ে, চার জনের বিয়ে দিয়েছেন। ছোটো মেয়ে অপর্ণা সরকার পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ছে। গত ১ আগষ্ট দুই সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে এক সপ্তাহের রসদ গুছিয়ে বনবিবির নাম করে চলে যান কাঁকড়া ধরতে। সঙ্গীদের মধ্যে একজন ছিলেন নিজের ভাই পরিমল সরকার ও আর একজন প্রতিবেশী তপন মণ্ডল।

নদী জঙ্গলে কারো জীবনের কোনো সুরক্ষা নেই। কাঁকড়া ধরতে যাওয়া খুব বিপদজনক কারণ ছোট ছোট খাঁড়ির মধ্যে ঢুকে পড়তে হয় বেশি কাঁকড়া ধরতে হলে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনেকেই ঢুকে পড়েন খাঁড়ির ভিতর। বিনয়রাও ঝুঁকি নিয়ে ঢুকে পড়েন দো–বাকীর খালে। ৭ আগষ্ট কাঁকড়া ধরা শেষ। এবার বাড়িতে ফেরার পালা। সবে সবে সকাল হল কিন্তু জোয়ার আসেনি জোয়ারের জলে পাল তুলে বেরিয়ে পড়বেন বাড়ির উদ্দেশ্যে।

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল ওই খালের ভিতর। ততক্ষণে রান্না খাওয়া সেরে নিলেন। নৌকার মাঝি বিনয় তাই তার কথা মতন পরিচালিত হতে থাকে সব কিছু। জোয়ারের জলে নৌকা দোলা খেতে থাকে। নির্দেশ মতন পাল খাটিয়ে দাঁড় লাগিয়ে নৌকা এগিয়ে যেতে থাকে দো–বাকী খালের ভিতর দিয়ে। দুপারে গভীর ঘন জঙ্গল। হঠাৎ জঙ্গলের ভিতর থেকে লাফ মেরে ঝাঁপিয়ে পড়লো বাঘ মামা বিনয়ের গায়ে। কথিত আছে জঙ্গলে গেলে বাঘকে মামা নামে পরিচয় দিতে হয়। বিনয়ের আতঙ্কিত চিৎকারে সঙ্গীরাও বুঝে যায় বিপদ ঘটেছে। বাঘ বিনয়ের কাধে থাবা ও গলায় কামড় বসিয়ে টেনে লাফিয়ে পড়ল নদীর জলে। সঙ্গীরা লাঠিসোটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। একদিকে বনের রাজা নর খাদক পশু বাঘ অন্য দিকে দাদার জীবন বাঁচাতে ভাই। প্রায় দশ বারো মিনিট ধরে

চলতে থাকে লড়াই। অবশেষে হার হল বনের রাজার। ভাই বাঁচানোর লড়াইয়ে জয়ী হলেও ভায়ের জীবন হারালো পড়ে রইলো নিথর দাদার দেহ। নদীর জল লাল হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে জোয়ারের জলে সেটাও হারিয়ে গেল। চোখের জল হলো সঙ্গী। পরিমল দাদার মৃতদেহ নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিল।

বিনয় খুব পরিশ্রমী ও শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। গ্রামের সকলের সাথে তার খুব সুসম্পর্ক ছিল। কারো কোনো বিপদ ঘটলে বিনয় আগে হাজির হতেন। ছোট থেকে বড় সবাই বিনয় কে খুব ভালোবাসতো। মৃতদেহ নৌকাতে শুইয়ে নিয়ে বাড়ির কাছে ঘাটে পৌঁছলো। পাড়াতে খবর চলে গেল খবর গেল বাড়িতেও। কান্নায় ভেঙে পড়ে গীতা দেবী ও নিকট আত্মীয়রা। গোটা গ্রামের মধ্যে নেমে আসে শোকের ছায়া। বিনয়ের কোনো ছেলে না থাকার জন্য ধর্মীয় নিয়ম মেনে ভাই পরিমলকে পালন করতে হয় দাহ করার কাজ ও নিয়ম বিধি। বর্তমানে গীতা দেবী ও মেয়ে অর্পণা সরকার খুব অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। বৈধ অনুমতি নিয়ে কাঁকড়া ধরতে গেছিল বিনয়রা কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে আর্থি

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা, ১৯ আগস্ট – ২৫ আগস্ট, ২০১৭

মমতা নিয়ে জোড়া কৌশল

ফের প্রমাণ হল রাজ্য রাজনীতিতে এখনও তৃণমূলের বিকল্প কেউ উঠে আসতে পারে নি। অন্তত ৭ টি পুরভোটের নিরিখে শাসক দলের দাপট অব্যাহত থাকল অধিকাংশ বুথে। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গে তুলনামূলক ভালো ফল করলেও দক্ষিণবঙ্গে তেমন আহামরি নয় বিজেপি। তাও দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে বসা বাম–কংয়ের চেয়ে তারা যে অনেক বেশি শক্তিশালী তাও প্রমাণ করল পদ্মফুল। তবে হলদিয়া বা দুর্গাপুর নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ যে আস্ফালন করছিলেন তার সত্যটা খুব একটা প্রকাশ পেল না। বরং দক্ষিণবঙ্গে দুর্বল সংগঠন যে তাঁদের চিন্তার কারণ সেটা হয়তো ভালো বুঝেছেন গেরুয়াধারী। যদিও মুখে 'হেন করেগা তেন করেগা' মনোভাব ছাড়তে নারাজ বিজেপির দাপুটে সভাপতি। দিলীপ ঘোষ এই পুর–নির্বাচনে শাসক দলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগের কাসুন্দি ঘাঁটার পাশাপাশি চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন পঞ্চায়েত ভোটের আগে তৃণমূলের কোমর ভেঙে দেবেন। এর মানে করলে যেটা সাফ বোঝা যায় তা হল সুকৌশলে তৃণমূল ভাঙার কথাই বলেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। আর এর মধ্যে মুকুল রায় যে তাদের প্রধান টার্গেট সেটা বিজেপির ছোট–বড়–মেজ, কলকাতা বা দিল্লির যে কোনও নেতার সঙ্গে কথা বললেই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্নটা হল কেন মুকুল রায়?

এর জবাবে যে সমীকরণের কথা উঠে আসছে তা হল মুকুল রায়ের যে সংগঠন আছে তাকে যথেষ্ট মান্যতা দেয় পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক শিবির। সে শাসক বা বিরোধী যে শিবিরেরই হন না কেন। এই জায়গাটাই কাজে লাগাতে চাইছে গৈরিক বাহিনী। মুকুলের মতো রাজ্যের প্রতিটি বুথকে হাতের তালুর মতো চেনা নেতাকেই তৃণমূল বধে কাজে লাগাতে চাইছে বিজেপি। অসম, বিহার, ত্রিপুরা মডেলে মুকুলকে তুলে নিতে চায় মোদী–অমিত জুটি। সেজন্য তাঁরা যে অলআউট যেতে পারে এমন মনোভাবও হাবেভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে টিম পদ্ম। প্রশ্নটা হল মুকুল এলেই কী রাজ্যে সব কিছু ম্যাজিকের মতো সবুজ থেকে গেরুয়া হয়ে উঠবে।

উত্তরে এটাই বলা যায় এত তাড়াতাড়ি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে টলানো যে সম্ভব নয় তা বিজেপি ভালোমতোই বোঝে। আর সেটা জেনেই তাঁদের রাজ্য ইউনিটকে কাজে লাগানো হচ্ছে যাতে মমতা জাতীয় রাজনীতিতে বেশি কংগ্রেস সখ্যতা না দেখাতে পারেন। নিজের রাজ্যে তৃণমূলনেত্রীকে আটকে রাখতে পারলে বিজেপির পক্ষে সিদ্ধিলাভ অনেকটাই সম্ভব। সেক্ষেত্রে এ রাজ্য থেকে লোকসভায় কতগুলো আসন বাড়িয়ে নিতে পারলে তা বোনাস হয়ে উঠবে। আর সেটা না হলে মমতার সঙ্গে সমঝোতার গোপন সুরঙ্গটা তো খোলাই থাকল।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

যদি এই শহরে শত শত ব্যক্তি ধনী হইবার চেষ্টা করিয়া ধনী না হইতেন, তাহা হইলে এই সভ্যতা দরিদ্রালয় ও বড় বড় বাড়ি কোথায় থাকিত?

এক্ষেত্রে অর্থোপার্জন অন্যায় নয়, কারণ ওই অর্থ বিতরণের জন্য। গৃহস্থই জীবন ও সমাজের কেন্দ্র। অর্থোপার্জন ও সৎকার্যে অর্থ ব্যয় করা তাঁহার পক্ষে উপাসনা, কারণ যে গৃহস্থ সদুপায়ে ও সদুদ্দেশ্যে ধনী হইবার চেষ্টা করিতেছেন–সন্ন্যাসী নিজ কুটিরে বসিয়া উপাসনা করিলে উহা যেমন তাঁহার মুক্তিলাভের সহায় হয় সেই গৃহস্থেরও ঠিক তাহাই হইয়া থাকে, যেহেতু উভয়ের মধ্যে আমরা ঈশ্বর ও তাঁহার সবকিছুর উপর ভক্তিভাব প্রণোদিত আত্মসমর্পণ ও ত্যাগরূপ একই ধর্মভাবে বিভিন্ন বিকাশ মাত্র দেখিতেছি।

বিদ্যাধনযশোধর্মান যতমান উপার্জয়েৎ।
ব্যসনঞ্চাসতাং সঙ্গং মিথ্যা দ্রোহং পরিত্যজেৎ।।

গৃহস্থ যত্নপূর্বক বিদ্যা, ধন, যশ, ধর্ম উপার্জন করিবে এবংব্যসন (দ্যুতক্রীড়াদি), অসৎ সঙ্গ, মিথ্যা বাক্য ও হিংসা, অনিষ্টাচরণ বা শত্রুতা পরিত্যাগ করিবে।

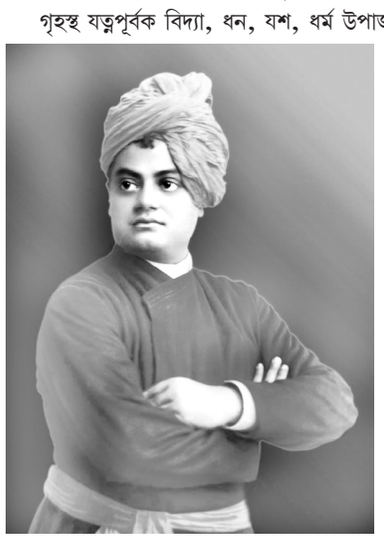

অনেক সময় লোকে নিজেদের সাধ্যাতীত কার্যে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহার ফল এই হয় যে, উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অপরকে প্রতারণা করিয়া থাকে। আবার

অবস্থানুগতাশ্চেষ্টা সময়ানুগতাঃ ক্রিয়াঃ।
তস্মাদবস্থাং সময়ং বীক্ষ্য কর্ম সমাচরেৎ।।

চেষ্টা অবস্থার অনুগত এবং ক্রিয়া সময়ের অনুগত। অতএব অবস্থা ও সময় অনুসারেই কর্ম করিবে। সকল বিষয়েই সময়ের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিত হইবে। এক সময় যাহা বিফল হইল, আর এক সময়ে হয়তো তাহাতে প্রচুর সাফল্য লাভ হইল।

সত্য মৃদু প্রিয়ং ধীরো বাক্যং হিতকরং বদেৎ।
আত্মোৎকর্যন্তথা নিন্দাং পরেষাং পরিবর্জয়েৎ।।

ফেসবুক বার্তা

যা হওয়ার হলও ঠিক তাই। স্বাধীনতা দিবসের পরের দিন জাতীয় পতাকার ঠাঁই হল ডাস্টবিনে। এরকম দৃশ্য বছরের পর বছর ধরে একটা রেওয়াজ হয়ে উঠেছে। তাও হুঁশ ফিরছে না রাজনৈতিক নেতা থেকে প্রশাসকদের এখন হাতিয়ার তাই ফেসবুক।

রাজনীতির হাইজ্যাকে রাখি উৎসবেও জায়গা করে নিল 'আমরা ওরা'

নির্মল গোস্বামী

কৃষ্ণের হাতের কবজি থেকে রক্ত বের হচ্ছে তাই দেখে দ্রৌপদী তাড়াতাড়ি শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে কৃষ্ণের হাতে বেঁধে দিলেন রক্ত বন্ধ হওয়ার জন্য। এ ঘটনা রাখি সম্বন্ধীয়। কৃষ্ণকে রাখি বেঁধে চির দিনের মতো পান্ডবদের হিতের সঙ্গে বেঁধে দিতে চেয়ে ছিলেন দ্রৌপদী। কৃষ্ণও যথা কর্তব্য পালন করে গিয়েছেন জীবনভর।

এরপর এলো ইতিহাসের কাল— আলেকজান্ডারের স্ত্রী রাজা পুরুর সঙ্গে দেখা করে পুরুর হাতে রাখি পরিয়ে ছিলেন। তিনি জানতেন যে শক্তিশালী রাজা পুরু যুদ্ধক্ষেত্রে আলেকজান্ডারকে হত্যা করার ক্ষমতা রাখে। বাস্তবে হয়েছিলও তাই। যুদ্ধক্ষেত্রে আলেকজান্ডারকে হাতের কাছে পেয়ে উদ্যত কৃপাণ থেমে গেল রাখি পরানো বোনের কথা ভেবে। এই দুটি ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে রাখি কার্যকরী ভূমিকা পালনে সমর্থ হয়েছে। এরপর এলো রাণী পদ্মাবতীর উপাখ্যান। চিতোরের রাণী পদ্মাবতীর রাজ্য বাহাদুর শাহ অবরোধ করে রেখেছে। যে কোনও মুহূর্তে নেমে আসবে আক্রমণ। সে আক্রমণকে বাধা দেবার সামরিক শক্তি রাণীর নেই। তিনি বুদ্ধি করে চর মারফৎ মোঘল সম্রাট হুমায়ুনকে রাখি পাঠালেন সাথে কাতর অনুরোধ বোনের রাজ্যকে রক্ষা করার। হুমায়ুন রাখির মর্যাদা রক্ষার জন্য চেষ্টার ত্রুটি রাখলেন না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে চিতোরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। কিন্তু তিনি অনেক দূরে ছিলেন, চিতোরে পৌঁছাতে ৭–৮ দিন সময় লেগে গেল। এসে দেখলেন চিতোর লুঠ করে বাহাদুর শা ফিরে গিয়েছেন গুজরাটে। আর রাণী পদ্মাবতী জহর ব্রত অবলম্বন করে সম্মান বাঁচাতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। হুমায়ুন রাখি বোনের প্রাণ রক্ষা করতে ব্যর্থ হলেন। কিন্তু প্রচেষ্টার কোনও খামতি ছিল না। এরপর বঙ্গবাসীর কাছে এলো সেই কালো দিন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করার ঘোষণা। লর্ড কার্জনের অভিসন্ধি যাতে কার্যকর না হয় তার জন্য পথে নামলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। তিনি হিন্দু মুসলমানের হাতে রাখি পরিয়ে সম্প্রীতির বার্তা দিলেন। দুই বাংলা একই থাকবে সাময়িকভাবে এই সিদ্ধান্ত বহাল থাকল। কিন্তু ৪৭ সালে তার চূড়ান্ত রূপ পেল। রবীন্দ্রনাথের রাখি উৎসব হিন্দু–মুসলমান সম্প্রীতি ভাগীরথী আর পদ্মার জলে ভেসে গেল। শুধু তো দেশ ভাগ হল না। একে অপরকে সুযোগ মতো কচু কাটা করতে ছাড়ল না।

উত্তর ভারতে রক্ষা বন্ধন পরব হিসাবে আজও মহা ধূমধামের সঙ্গে পালিত হয়। অনেকটা বাঙলার ভাতৃদ্বিতীয়ার মতো। এই উৎসবে ভাই আর বোনের সম্পর্ককে দৃঢ়তার বন্ধনে আবদ্ধ করে। দীর্ঘদিন বাংলাতে রক্ষা বন্ধনের আদলে রাখি বন্ধন চলে আসছে। বোন বা বোনস্থানীয়রা ভাই ও ভাইসমদের হাতে রাখি বেঁধে দেয়। আগে এই ছোট পরিসরে রাখি বন্ধন হতো। পরে পরে এটা আর ভাইবোনের সম্পর্কের বাইরে বের হয়ে সামাজিক সম্পর্ক নিমিত্ত ব্যবহৃত হতে লাগল।

ছাত্র শিক্ষকদের মধ্যে চালু হল। আবার প্রেমিক প্রেমিকারাও এই রাখি বন্ধনের আওতায় চলে এলো— এর জন্য কবিগুরুকে

অনেকটা দায়ী করা যায়। তিনি গান লিখেছেন— ''বাঁধিনু যে রাখি পরাণে তোমার সে রাখি খুলো না... খুলো না...''

এরাজ্যে দীর্ঘদিন বামেরা রাজত্ব করেছে মার্ক্সবাদকে হাতিয়ার করে। সংগঠন গড়া ও ধরে রাখার জন্য ওই একটাই আদর্শ কাজ করে গিয়েছে— তাদের অন্য কোনও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানকে আঁকড়ে ধরতে হয় নি জনসংযোগ রক্ষা করার জন্য। ফলে রাখির মাহাত্ম্যে সেই সামাজিক পরিসরের অপরিসর গলিতেই পদচারণা করেছে। এলো তৃণমূলের রাজত্ব। খেলা–মেলা–উৎসবই জনসংযোগের প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠল। ফলে রাখি উৎসবের মতো সামাজিক অনুষ্ঠানকে অচিরেই রাজনীতির বৃহত্তর সরণিতে এনে ফেলল। ভাই–বোনের সম্পর্কের বার্তাবাহী অনুষ্ঠানের চরিত্র বদল ঘটল আর একবার। রাজনীতিতে তা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির রক্ষক হয়ে উঠল। রাখি উৎসবের চরিত্র বদল ঘটল।

আমরা এ সত্য বার বার দেখেছি যে যাকে রাজনীতি আত্মসাৎ করে তা বিভাজিত হয়ে যায়। সত্য থেকে 'মানবতা' সব দলিয়ে রঙে রাঙিত হয়ে যায়। তখন অখণ্ড সত্য বলে আর কিছু থাকে না। সব আমরা–ওরা ভাগ হয়ে যায়। বঙ্গে এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যাগত বিচারে 'আমরা' ওরা' ভাগ করে ছিলেন। আর বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী 'আমরা', 'ওরা'রা গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে। শুধু রাজনীতির ময়দানে নয়, দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজকর্মও আজ 'আমরা' 'ওরা' সংস্কৃতিতে আচ্ছন্ন। বাংলার রাখি বন্ধন উৎসবও যে সেই সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল থেকে বের হতে পারল না। তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ছিল লালবাজারের পুলিশ।

'পুলিশ ছুঁলে আঠারো ঘা'' এই আপ্ত বাক্য থেকে পুলিশকে করে আনার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর প্রয়াস চোখে পড়ার মতো। পুলিশকে আরও মানবিক ও সাধারণ মানুষের সর্ববিধ উৎসব আনন্দের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করার উপদেশ দেন এ রাজ্যের পুলিশ তথা মুখ্যমন্ত্রী। ফুটবল থেকে রক্তদান শিবির সর্বক্ষেত্রে পুলিশের উপস্থিতি চোখেও পড়ে না যে তা নয়। কেবল মাত্র বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের হাত থেকে রাখি নিতেই যত অনীহা, ভয় দ্বিধা দ্বন্দ্ব চোখে পড়ল। নবান্নের পুলিশ থেকে সাধারণ প্রশাসন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে রাখি পরল। এমএলএরা দিলীপ ঘোষের হাত থেকে রাখি পরল। শুধুমাত্র ব্রাত্য হল লকেট। এর থেকে প্রমাণিত হল পুলিশ প্রশাসন কতটা মানবিক ভাবে বিভাজিত। ভারতের রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী যে দলের সেই দলের একজন নেত্রীর হাতে থেকে রাখি নিয়ে লালবাজার অপরাগ কেন? যদি দেবশ্রী বা শতাব্দী লালবাজারে রাখি বাঁধতে যেতেন তাহলেও কি কর্তারা তা বাঁধতে বা নিতে অস্বীকার করার সাহস পেত? যে পুলিশ প্রশাসন এতোটা বিভাজিত সেই প্রশাসন সাধারণ মানুষকে কেমন পরিষেবা দেয় তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। এক দিকে প্রশাসনের নগ্ন দলীয় আনুগত্য যেমন প্রকাশ পেল তেমনি বাংলার এক পবিত্র উৎসবের মেজাজকে কালিমা লিপ্ত করল। বোনের আবেদনকে পায়ে ঠেলে দেয় এমন ভাই ইতিপূর্বে ভারতবাসী মহাকাব্যে যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কেউ দেখেনি। এবার সেটাই করে দেখাল লালবাজারের পুলিশ কর্তারা।

অতীতে বিরোধী নেত্রীকে দেখা গিয়েছে পুলিশের চেয়ার কেড়ে নিয়ে বসে পড়তে, কখনওবা পুলিশের গালে কালি মাখিয়ে দিতে। আর এক মহিলা এমএলএ–কে দেখা গিয়েছে থানার ওসিকে বাপ–মা তুলে গালাগালি দিতে— এই সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত পুলিশ তাই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বাঁধতে এসেছে বিরোধী দলের নেত্রী এটা ঠিক হজম করতে পারল না। সারমেয়–এর পেটে ঘি–ভাত সহ্য হয় না– এটা অনেকটা সেই রকম জনগণ বিচার করুন।

গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধ আইন কি এবং কেন?

ড. কেশব চন্দ্র মন্ডল

ভারতবর্ষ একটি সামন্ততান্ত্রিক দেশ। গ্রাম–প্রধান ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থা এখনও পিতৃতান্ত্রিক। পরিবারে উপার্জনশীল পুরুষের দাপট এখনও বিদ্যমান। সমাজে নারী আজও কেবল 'ভোগের বস্তু' হিসাবে গণ্য হয়। ভারতবর্ষের সংবিধানে সমানাধিকার ও সমতার

নীতি স্পষ্ট অক্ষরে লেখা থাকলেও তা কেবলমাত্র সমাজের বিত্তবান, শিক্ষিত ও শহুরে মুষ্টিমেয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নারী আজও গৃহবন্দিনী। সে শিক্ষা, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে বহু যোজন পিছিয়ে। সংবিধানের ৭৩ ও ৭৪ তম সংশোধনের মাধ্যমে ত্রি–স্তরীয় পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলিতে নামীদেরী জন্য এক–তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ করা হলেও তা কেবলই 'বিধিবদ্ধ' স্তরেই সীমাবদ্ধ; নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বাস্তব কথা লাভ করেনি। মহিলা সংরক্ষণ বিল গত দুই দশকের বেশি সময় ধরে কংগ্রেস–সিপিএম জোট থেকে বিজেপি সরকারের আমল পর্যন্ত সংসদের এক কক্ষ থেকে আর এক কক্ষে দোল খাচ্ছে। রাজনীতির পুরুষ কারবারীরা মুখে বড় বড় বুলি আউড়ে চলেছেন। দেশবাসীকে বোকা বানানোর সুকৌশলে বাধা পড়েছে শিক্ষিত ভারতবাসীর বিবেকবোধ ও চেতনাশক্তি।

যাই হোক সমাজে নারী নির্যাতন, বধূহত্যা, ইভটিজিং নারী পাচার ও রাস্তাঘাট, অফিসে এমনকি গৃহ পরিবেশে প্রত্যহ নারী সম্ভ্রমহানি ঘটে চলেছে। ঘরে–বাইরে কটুক্তি, গালাগালি, প্রহার, বঞ্চনা, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হাড়ভাঙা খাটুনি যেন নারীর ভাগ্য লিখন। আর কর্মরতা মহিলাদের তো সমস্যা আরও প্রকট। তাঁকে তিন ধরনের দায়িত্ব–কতর্ব্যের মধ্যে দিনপাত করতে হয়। এগুলি হল প্রোডাকটিভ ওয়ার্ক, রিপ্রেডেটিভ ওয়ার্ক ও পারিবারিক দায়িত্ব যেমন স্বামী সন্তানের যত্ন করা, বৃদ্ধ শ্বশুর–শাশুড়ির যত্ন করা, কাপড় কাচা, বাসন মাজা, ঘর মোছা, বাথরুম পরিষ্কার করা, ঝুল ঝাড়া, খাবার বানানো, খাবার দেওয়া, এঁটো পরিষ্কার করা– আরও কত কি? তার উপর রান্না ভালো না হলে, চায়ে চিনি কম হলে, খেতে দিতে দেরি হলে, পাড়া বেড়িয়ে বাড়ি আসতে দেরি হলে, পয়সা চাইলে, বাপের বাড়ি যেতে চাইলে, স্বামীর মুড বুঝে কথা না কইলে প্রহার জোটে মহিলাদের কপালে, স্বামীর সেবা বা যত্ন আত্তির অভাব ও শ্বশুর–শাশুড়ির সেবা যত্নের ঘাটতি হলে তো আর কথাই নেই, সরাসরি ভিটে ছাড়া হতে হত। তার উপর রয়েছে স্বামীর যথেচ্ছচার যেমন শালী বা বান্ধবীদের নিয়ে ঘোরা, রাত্রে বাড়ি না ফেরা, জুয়োখেলা, মদ্যপান করা, দীঘা–পুরীতে বেড়াতে যাওয়া– আরও কত কী? এসব মুখ বুঝে সহ্য করতে হয় নারীকে।

অপরদিকে শিক্ষায় ক্রমবিস্তার নারীর মনে ধীরে ধীরে এনে দেয় প্রতিবাদের ভাষা। আর তা থেকেই বাড়ে বিপত্তি। শুরু হয় তিন তালাকের মত নিষ্ঠুর বিবাহ বিচ্ছেদ; হিন্দু মহিলাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয় বাপের বাড়িতে; তাদের অনাহারে রাখা হয়, সোনা–গয়না কেড়ে নেওয়া হয়– বাড়তে থাকে নারীকে রক্ষা করবার জন্য বিধান। ২০০৫ সালে প্রণীত হয় দ্য প্রটেকশান অব উইমেন ফ্রম ডমেসটিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট। এবার দেখা যাক এই আইনের মাধ্যমে কিভাবে মহিলাদের গার্হস্থ্য হিংসা থেকে রক্ষা করা হয়েছে। প্রথমে আমরা গার্হস্থ্য হিংসা বলতে কি বোঝায় তা জানব।

ন্যাশনাল কোয়ালিশন এগেইনস্ট ডোমেসটিক ভায়োলেন্স–এর মতে, 'গার্হস্থ্য হিংসা হল একজন অন্তরঙ্গ সঙ্গী বা পারিবারিক সদস্য অথবা অতি পরিচিত ব্যক্তি কর্তৃক অপর সঙ্গী, নিকটজন বা ঘনিষ্ট ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে ভীতিপ্রদর্শন, শারীরিক নির্যাতন, মারধর, কটুক্তি, যৌন অত্যাচার, অথবা অমর্যাদার আচরণ, যেটা কিনা তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে বা বলে রাখতে বা নিজ আয়ত্তের মধ্যে রাখতে সন্ধান করা হয়।'' আর ২০০৫ সালে প্রণীত 'দ্য প্রোটেকশন অব উইমেন ফ্রম ডোমেসটিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট' অনুযায়ী গার্হস্থ্য হিংসা বলতে বোঝায় 'যখন কোন পুরুষ কর্তৃক কোনও মহিলার ক্ষতি করা হয়, অথবা তার স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, জীবন ও অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের ক্ষতিসাধন করা হয়, তা শারীরিক বা মানসিক যাই হোক না কেন; অথবা যে কোনও প্রকার মূল্যবান বস্তু বা সম্পত্তি অথবা পণ/কৌতুক কিম্বা অন্য কোন সম্পত্তি লাভের জন্য তার পরিবারের মহিলা সদস্য বা স্ত্রী এবং তার আত্মীয় স্বজনদের উপর জোর করা হয়; অথবা ভীতি প্রদর্শন বা হয়রানি করা হয় অথবা কোন মহিলাকে বা আত্মীয় পরিজনদের ভয় দেখানো হয় বা অন্যায় অত্যাচারের মাধ্যমে বেদনার্ত করা হল।''

এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন ''শারীরিক নির্যাতন'' বলতে বোঝায় এমন কোনও কাজ বা আচরণ যার ফলে কোনও মহিলার শরীরী যন্ত্রণা বা ক্ষতের সৃষ্টি হয়, অথবা তার জীবন, অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ বা স্বাস্থ্যের ক্ষতিসাধন হয় অথবা তার স্বাস্থ্যের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যহত হয়। এর মধ্যে পড়ে আক্রমণ করা, ভীতি প্রদর্শন করা (Criminal intimidation) অথবা বেআইনিভাবে গায়ে হাত তোলা। আর 'যৌন নির্যাতন' বলতে বোঝায় যে কোন প্রকার বিকৃত যৌন আচরণ, অপমান বা অবমাননাকর আচরণ যেটা নারীর মর্যাদাহানি করে। অপরপক্ষে, 'আবেগগত অত্যাচার' হল যে কোন প্রকার অপমান, উপহাস, অবমাননা, নাম ধরে ডাকা, গালাগালি দেওয়া বিশেষ করে সন্তান না হওয়া বা পুত্র সন্তান জন্ম না দেওয়ার কারণে। বরাংবার ভয় দেখানো ও শারীরিকভাবে আক্রমণ করাও গার্হস্থ্য হিংসার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়। 'অর্থনৈতিক নির্যাতন' বলতে বোঝানো হয়েছে— বর্তমান দেশের আইন, সমাজব্যবস্থা ও প্রথা অনুযায়ী সমস্ত প্রকার বা যে কোনও প্রকার আর্থিক সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা, বাড়ি ভাড়া না দেওয়া, স্ত্রীধন বা অন্যান্য সম্পত্তি থেকে নারীকে বঞ্চিত রাখা। এছাড়াও যদি কোনও মহিলাকে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, শেয়ার, বন্ড বা সঞ্চয়পত্র এবং এই ধরনের অন্যান্য সম্পত্তি, যাতে নিপীড়িত মহিলার আগ্রহ আছে বা সে পারিবারিক সম্পর্কের সূত্রে ভোগ করার অধিকারিনী, তা থেকে যদি বিচ্ছিন্ন রাখা বা বঞ্চিত নিপীড়িত ব্যক্তি যদি পারিবারিক কোন সুযোগ সুবিধা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয় বা যৌথভাবে ব্যবহার বাড়ি থেকে বঞ্চিত করা হয় বা তার প্রবেশাধিকার বা ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। তা গার্হস্থ্য হিংসা বলে গণ্য হবে।

উপরোক্ত বিষয়ে যদি কোনও মহিলার অধিকার বলা হয়, তবে সে নিজে অথবা আত্মীয়–স্বজন ও পরিচিত ব্যক্তির মাধ্যমে ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রোটেকশন অফিসারকে খবর দিতে পারেন প্রতিকারের উদ্দেশ্যে।

কামাগাটামারু শহিদদের স্মৃতিতে বজবজে জাহাজবাড়ি হচ্ছে

দীপক ঘোষ : কামাগাটামারু শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মাণ হচ্ছে জাহাজবাড়ি। বজবজ চৌরাস্তা সংলগ্ন এলাকায় তৈরি হবে বিশাল তোরণ বা গেট। ওই গেট এর মাথায় থাকবে জাহাজের মডেল। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অনুমোদন করে দিয়েছে। সম্প্রতি পার্লামেন্টারি কমিটির ৪ জনের প্রতিনিধি দল এলাকা পরিদর্শন করে গিয়েছেন, সঙ্গে ছিলেন বজবজ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত, ১ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর পম্পা ঘোষ, পুরসভার বিল্ডিং সেকশনের বিকাশ সাধ্য

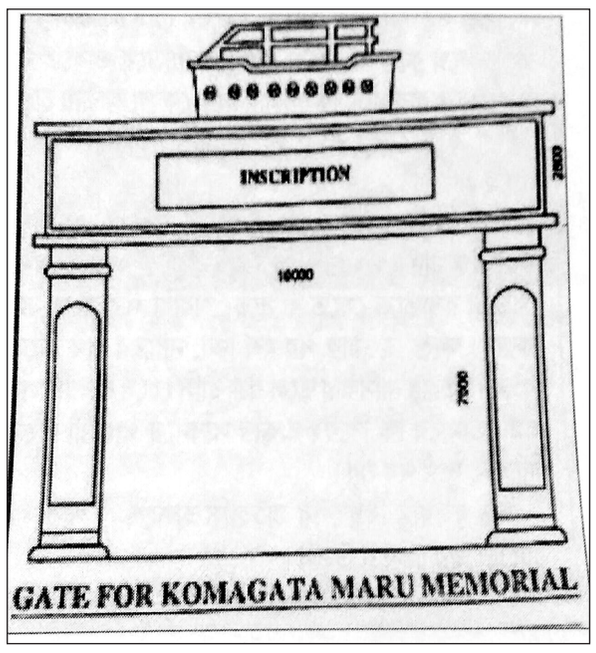

ও পোর্ট ট্রাস্ট–এর অফিসারবৃন্দ। জানা গিয়েছে ওই জাহাজবাড়ির মধ্যে ১৪০ আসনের কমিউনিটি হলে থাকছে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড সিস্টেমের কামাগাটামারুর সম্পর্কিত ইতিহাস ও একটি মিউজিয়াম হবে। কামাগাটামারু মেমোরিয়াল ট্রাস্টএর সম্পাদক বচ্চন সিং সরলকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন দিল্লির মিনিস্ট্রি থেকে রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে চিঠি দিয়েছেন।

বচ্চন সিং আরও বলেন আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর কামাগাটা শহিদ দিবসে জাহাজ বাড়ির ভিত্তিপ্রস্তর করা হবে। সেই সঙ্গে গোটা প্রকল্পের কাজ শুরু হবে ও বাস্তব চেহারা নেবে। এই জাহাজ বাড়ির জন্য পোর্ট ট্রাস্ট জমি দান করেছে।

তোরণ বা গেট কোথায় হবে? নতুন দোকান ঘর গুলির কী হবে? এ নিয়ে দোকানদাররা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছে। এ ব্যাপারে পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উচ্ছেদের বিরুদ্ধে, সেই কারণে কাউকে উচ্ছেদ না করে কিভাবে করা যায় তা ভাবা হচ্ছে। স্থানীয় কাউন্সিলর বলেন, তোরণটি বড় আকারের হবে। তবে স্থানাভাবে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

এই কমিটির সদস্য গণেশ ঘোষ বলেন ১৯১৪ সালে বিজয়া দশমীর দিন বাবা গুরদিত সিং তার ৭ বছরের শিশুপুত্র বলবন্তকে নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। সেই জন্য আন্দোলনের মূল নেতা বাবা গুরুদিত সিং এর নামে একটি রাস্তার নামকরণ করা হোক বলে পুরসভার কাছে আবেদন করবেন। কামাগাটামারুর শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে বোম্বে মিন্ট পাঁচ ও একশো টাকার কয়েন চালু করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ ১৯১৪ সালে ২৯ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ পুলিশের আক্রমণে ৩৭২ জন বিদ্রোহী শিকার হন। ২১ জন ঘটনাস্থলেই শহিদ হন। ২১১ জন গ্রেফতার বরণ করে। স্বাধীনতা শহিদ বেদী তৈরি হয়, ১৯৫২ সালের ১ জানুয়ারি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু শহিদ বেদির আবরণ উন্মোচন করেন।

গ্রেপ্তার প্রাথমিক শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি : আট বছর বয়সী তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী এক নাবালিকাকে ধর্ষণের ঘটনায় পুলিশ গ্রেপ্তার করলো এক প্রাথমিক শিক্ষককে। ১০আগস্ট বিকালে চিনপাই দাসপাড়ার ঘটনা। টিউশনে বেশি পড়ানোর অছিলায় শোওয়ার ঘরে নিয়ে গিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষণ করে প্রাথমিক শিক্ষক বুদ্ধদেব দাস। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়লে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সদাইপুর থানার পুলিশ এসে অভিযুক্ত বুদ্ধদেবকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। ১১ আগস্ট সিউড়ি বিশেষ আদালতে তোলা হলে মহামান্য বিচারক অভিযুক্ত বুদ্ধদেব দাসকে ১৪ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

স্টেশনে যাত্রী বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : যাত্রী বিক্ষোভ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো বীরভূম জেলার মুরারই স্টেশনে। উত্তরবঙ্গে লাগাতার বৃষ্টির জন্য কিষাণগঞ্জ রেললাইনের উপর জল দাড়িয়ে যাওয়ায় ব্যহত ট্রেন পরিষেবা। ১৩ আগস্ট ভোর ২টা থেকে মুরারই স্টেশনে প্রায় ১১ ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকার পর শিয়ালদহের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় নিউজলপাইগুড়িগামী দার্জিলিং মেল। খাবার, পানীয় জল সমস্যা, এসি বন্ধ সহ বিভিন্ন দাবিতে যাত্রীরা সরব হয় মুরারই স্টেশনে। দেখাতে থাকে বিক্ষোভ। বাঁশলোই স্টেশনে দাড়িয়ে পড়ে ব্যাঙ্গালোর ক্যান্টমেন্ট কামাখ্যা এক্সপ্রেস। চাতরা স্টেশনে দাড়িয়ে পড়ে পদাতিক এক্সপ্রেস। সাইথিয়া জংশন স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে বিবেক ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস। পানীয় জল, খাবার সহ অন্যান্য পরিষেবা না পেয়ে ট্রেনযাত্রীদের সঙ্গে রেলকর্মীদের হাতাহাতিতে চাঞ্চল্য ছড়ায় সাঁইথিয়া জংশন স্টেশনে। ট্রেনের যাত্রীদের খাবার দেয় সাঁইথিয়া তৃণমূল কংগ্রেস।

রেশন বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১২ আগস্ট বীরভূম জেলার রামপুরহাটের ১৪ নং ওয়ার্ডের রেশন দোকানে বিক্ষোভ দেখালো গ্রাহকরা। অভিযোগ, সপ্তাহ তিনেক ধরে জিনিসের দাম নিয়ে জিনিস দেওয়ার বদলে দেওয়া হচ্ছে বকেয়া স্লিপ। প্রতি সপ্তাহের শুক্রবার ও শনিবার রামপুরহাট ১ ও ১৪ নং ওয়ার্ডের গ্রাহকরা রেশন সামগ্রী পায়। স্থানীয় কংগ্রেস নেতা শাহাজাদা হোসেন (কিনু) বলেন, 'কাউন্সিলারকে জানিয়ে সমস্যার সমাধান না হওয়ায় মানুষ বিক্ষোভ দেখায়।' প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে ছাতা মাথায় গ্রাহকরা বিক্ষোভ দেখায়। রামপুরহাট থানার পুলিশ এসে রেশন দোকানের মালিক পুষ্প সাউকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

খুচরো সমাধানে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : খুচরো সমস্যা সমাধান বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান হয়ে গেলো বীরভূম জেলার প্রান্তিক অঞ্চল রাজনগরে। রাজনগর চৌরাস্তা মা চন্ডী অনুষ্ঠান ভবনে পরিচ্ছন্ন রাজনগর গড়ে তোলা এবং বাজারে খুচরো সমস্যা বিষয়ে এক আলোচনা অনুষ্ঠান হয়ে গেলো। আয়োজক ছিলো রাজনগর ব্যবসায়ী সমিতি। উপস্থিত ছিলেন রাজনগর ব্লকের বিডিও দীনেশ মিশ্র, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুকুমার সাধু সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।

'যুদ্ধ বিরোধী' দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'আর নয় হিরোশিমা, আর নয় নাগাসিকা' – এই স্লোগানকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের সিউড়ি বিজ্ঞানকেন্দ্রের অন্তর্গত সিউড়ি বিজ্ঞানসভা ও নগরী বিজ্ঞানসভার তরফ থেকে আলাদা আলাদা ভাবে 'যুদ্ধ বিরোধী' দিবস পালন করা হয় । ময়ূরেশ্বর বিজ্ঞানকেন্দ্রে অনুরুপ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। ৯ আগস্ট সন্ধ্যেয় সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডের বইয়ের দোকানের সামনে পালিত হয় এই কর্মসূচি। বিজ্ঞানকর্মী শিক্ষক শুভাশিস গড়াই বলেন, 'প্রতিবছর আমরা এই দিনটি যুদ্ধ বিরোধী দিবস হিসাবে পালন করি। এইবছর তার ব্যতিক্রম নয়। বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে শুধু একটা কথাই বলতে চায়, আমরা পারমাণবিক হতে চাই না, মানবিক হতে চাই। যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই।'

ডেঙ্গুর প্রকোপ বীরভূমে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হলো এক ছাত্রের। ৯আগস্ট গভীর রাতে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যায় শেখ রাজা (১৪)। বাড়ি বীরভূম জেলার দুবরাজপুরের ইসলামপুরে। দুবরাজপুর আরবিএসডি উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র ছিল রাজা। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে সিউড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন চিনপাই গ্রাম পঞ্চায়েতের আলিপুর গ্রামের গৃহবধূ সাকিলা বিবি। বীরভূম জেলার বিভিন্নপ্রান্তে বাড়ছে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা। নিকাশি ব্যবস্থা, ডিডিটি স্প্রে না করা নিয়ে বিস্তর অভিযোগের জেলাবাসীর।

অত্যাচার থেকে বাঁচতে সাইকেলে পাড়ি গৃহবধূর

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বামীর অত্যাচার থেকে বাঁচতে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাতের অন্ধকারে আউশগ্রাম থেকে ইলামবাজার চল্লিশ কিমি সাইকেলে পাড়ি গৃহবধূর। এই ঘটনা রাজ্যের বুকে বধূ নির্যাতনের এক নবতম সংস্করণ। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, বীরভূম জেলার ইলামবাজার থানার নীরডাঙা গ্রামের অনিমা শীলের সঙ্গে পনেরো বছর আগে বিয়ে হয়েছিলো পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম রামনগর কলোনির চিরঞ্জিত শীলের সঙ্গে। দুইটি সন্তান অছে তাদের। ৩ আগস্ট পণের দাবিতে অনিমাকে নারকীয় অত্যাচারের মুখে পড়তে হয়। প্রাণনাশেরও উপক্রম হয়। বাঁচতে রাতের অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সাইকেল চালিয়ে রাত আড়াইটার সময় বাপের বাড়িতে এসে পৌঁছায় অনিমা। বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অনিমা। স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে ইলামবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

নন্দীবাড়ির ঐতিহ্যশালী ঝুলন উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : আজ থেকে ৯০ বছর আগে বাংলাদেশের বাসিন্দা মহেশ চন্দ্র নন্দীর হাত ধরে শুরু হয় ঝুলন যাত্রা। এই ভাবে বেশ কয়েক বছর চলার পরে মারা যান মহেশ বাবু। এরপর তারই ছেলের হাতে চলে পায় ঝুলন যাত্রার সমস্ত দায়িত্ব। বাবা মারা যাওয়ার পরে ছেলে সর্বানন্দ নন্দী বেশ জাঁকজমক ভাবে বেশ কয়েক বছর পালন করেন ঝুলন উৎসব। এই ভাবে বেশ কয়েক বছর চলার পরে জল গড়ায় অনেক দূর পর্যন্ত। শেষমেশ উৎসব ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলার নিশ্চিন্দা থানার সাঁপুইপাড়ায় উঠে আসে। তৎকালীন সময়ে অবশ্য এলাকটি বালি থানার অন্তর্গত ছিল। পরে কাজের সুবিধার জন্যে বালি থানাকে ভেঙে দুটি ভাগে ভাগ করে হয় নিশ্চিন্দা থানা এলাকা। এখন ঝুলন উৎসব নিশ্চিন্দা থানার সাঁপুই পাড়াতেই হয়ে থাকে। পরে অবশ্য কালের নিয়মে প্রয়াত হন সর্বানন্দ বাবু। এবং স্বাভাবিক ভাবেই পুজোর দায়িত্ব পড়ে সর্বানন্দের দুই ছেলে কৃষ্ণা নন্দী এবং প্রাক্তন রেলকর্মী দেবু নন্দীর হাতে। কৃষ্ণবাবুও রেলে উচ্চপদস্থ কর্মরত ছিলেন। সেই সঙ্গে ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু মানুষ। বাড়িতেই প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে বসানো হয়েছে ভিন রাজ্য থেকে আনা কষ্টিপাথরের তৈরি রাধাকৃষ্ণের মূর্তি। ঝুলনকে কেন্দ্র করে দিন তিনেক চলে বিভিন্ন পূজার্চনা, থাকে দেদার নরনারায়ণ সেবার আয়োজন। তবে বেশির ভাগ দায়িত্ব বহন করেন বড়দা কৃষ্ণা নন্দী। পাশের মাঠে বসেছে এই ঝুলনকে কেন্দ্র করে মেলা। থাকছে সংকীর্তনের ব্যবস্থাও। তবে আধুনিক প্রজন্ম একটু এগিয়ে আসলে ভাল হয় বলে জানান দেবাদা।

তোষণ নীতির বিরুদ্ধে বিজেপির সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্যানিং–১৯৪৬ এ কলকাতায় ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের স্মরণ এবং বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক তোষণ নীতির বিরুদ্ধে গর্জে উঠলো বিজেপি।

বুধবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিংয়ের তালদি তে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় বিপন্ন বাংলা বাঁচাও এর ডাক দেন ক্যানিং বিজেপির ১নং মন্ডল সমিতি। এদিন জনসভায় উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার (পূর্ব) সম্পাদক সঞ্জয় নায়েক,সাধারণ সম্পাদক বাপী রায়(মৃগাঙ্ক),সুদীপ ঘোষ,ক্যানিং ১নং মন্ডল সমিতির সভাপতি দীপক হাওলাদার সহ অন্যান্যরা। এদিনের সভায় সঞ্জয় নায়েক বলেন বাংলায় আজ সর্বত্র নির্লজ্জ ভাবে তোষণনীতি চলছে। বাংলা আজ বিপন্ন,মানুষ দিশেহারা। রাজ্যসরকারের বিরুদ্ধে আমাদের এই আন্দোলন চলবে। এদিনের জনসভায় বৃষ্টি উপেক্ষা করে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়।

বেআইনি গাড়ি বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ, প্রতিবাদে বাস বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেআইনী যান বন্ধের দাবিতে সরব হলেন নামখানার তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত মোটর ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কাস ইউনিয়নের সদস্যরা। আইএনটিটিইউসি ইউনিয়নের সদস্যরা এদিন নামখানাতে চলাচলকারী সমস্ত যাত্রীবাহি বাস বন্ধ করে প্রতিবাদে সামিল হন। এদিনের প্রতিবাদে সামিল ছিলেন বাস মালিক থেকে শ্রমিকরা। বাস বন্ধ থাকায় বকখালিতে আসা পর্যটক ও সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়েন।

এদিন নামখানার বিডিও রাজীব আহমেদ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমন্ত মালির কাছে ডেপুটেশন দেন ইউনিয়নের নেতৃত্ব। ডেপুটেশনের পর বিডিও ও সভাপতি বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন বলে জানিয়েছেন। অন্যদিকে ইউনিয়ন নেতৃত্ব জানিয়েছেন, প্রশাসন যদি ব্যবস্থা না নেয় তাহলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়া হবে।

নামখানা ব্লকের মধ্যে চলাচল করে এসডি–১৭ ও ২৪৩ নম্বর রুটের বাস। নামখানা থেকে ছেড়ে এই যাত্রীবাহি বাসগুলো বকখালি পর্যন্ত চলাচল করে। একসময় সরকারের পক্ষ থেকে ২৮টি বাসের পারমিট দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে চলাচল করে ২০টি বাস। বকখালি, ফ্রেজারগঞ্জ, হেনরি আইল্যান্ডে আসা পর্যটকদের একটা বড় অংশ এই যাত্রীবাহি বাসই ভরসা। কিন্তু নামখানায় হাতানিয়া–দোয়ানিয়া নদীর ওপর সেতু তৈরীর জন্য বাস স্ট্যান্ডটি অনেক দূর সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে।

এরপর থেকে সমস্যা বাড়াতে শুরু করেছে। কারণ ফেরিঘাট থেকেই যাত্রীরা ইঞ্জিনভ্যান, অটো, টোটোর মত বেআইনী যানে উঠে পড়ছেন। ফলে লোকসানের মুখে পড়তে হচ্ছে বাসগুলোর। ফলে বাস বন্ধ করে দিয়েছেন কয়েকজন মালিক। কাজ হারিয়েছেন শ্রমিকরা। সংগঠন এদিন ৪ দফা দাবি নিয়ে ডেপুটেশন দেয়। মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের পক্ষে পুলক মাইতি ও বাসুদেব দাস বলেন, ২০০৯ সাল থেকে সমস্যা তৈরী হয়েছে। তারপর থেকে প্রশাসনের কাছে বহুবার আবেদন করেছি বেআইনী যান বন্ধে। সঙ্কট তীব্র হয়েছে। ফের প্রশাসনের কাছে ডেপুটেশন দিলাম। দাবী না মানলে লাগাতার বাস বন্ধের পথে যাব।

ধর্ষণের অভিযোগ সহপাঠীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি : জীবনতলায় বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিনের পর দিন ধর্ষণের অভিযোগ উঠলো সহপাঠীর বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার সকালে অভিযুক্ত সহপাঠী বিল্লাল হোসেনের বিরুদ্ধে জীবনতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে নির্যাতিতা ওই তরুণী। নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও এ বিষয়ে এখনো কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি জীবনতলা থানার পুলিশ।

অভিযোগ ওই তরুণী ও অভিযুক্ত বিল্লাল হোসেন দুজনেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় থানার অন্তর্গত ভাঙড় মহাবিদ্যালয়য়ে গত তিন বছর ধরে পড়াশুনা করছে। কলেজ শুরুর প্রথম থেকেই এই জীবনতলা থানার পয়না গ্রামের বাসিন্দা বিল্লালের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে ওই তরুণীর। গত তিন বছর ধরে চলে দুজনের মধ্যে প্রেম ভালোবাসা। মিনাখা থানার বাসিন্দা তরুণীকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার সহবাসও করে অভিযুক্ত বিল্লাল। দুজনে মিলে একাধিক জায়গায় বেড়াতে গিয়ে একসাথে একাধিক রাত কাটিয়েছে। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে বিল্লাল ওই তরুণীর সাথে কোনরকম যোগাযোগ রাখতে চাইছে না। এমনকি তাকে বিয়ে করতেও অস্বীকার করছে। সেই কারণেই ওই সহপাঠীর নামে জীবনতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে কলেজছাত্রীটি।

অন্যদিকে তাকে বিল্লাল বিয়ে না করলে আত্মহত্যা করার হুমকি দিয়েছেন তরুণী। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জীবনতলা থানার পুলিশ।

চাকরির প্রয়োজনে শরীর শিক্ষা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে

নিজস্ব সংবাদদাতা কল্যাণী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কলা বিভাগের শারীর শিক্ষা বিষয়টি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছে। কল্যাণী ইউনিভার্সিটির অন্তর্গত কল্যাণী মহাবিদ্যালয়ে কলা বিভাগে শরীর শিক্ষা বিষয়ে পড়ানো হয়। প্রায় ১২০ জন ছাত্র ছাত্রীর পাশ–কোর্সে শরীর শিক্ষা বিষয় নিয়ে স্নাতক হিসাবে কল্যাণী মহাবিদ্যালয়ের ডিগ্রি পাওয়ার সুযোগ আছে। লক্ষ্য করা গেছে খেলাধূলা বিষয়ে খুব অল্প বয়স থেকে সেই রকম আগ্রহ না থাকলেও ভবিষ্যতে পেশা হিসাবে বেছে নেওয়ার জন্য শরীর শিক্ষা বিষয় নিয়ে কলেজ স্তরে অনেকে পড়াশোনা করতে চায়। এর ফলে বিশেষ করে যারা নিয়মিত অ্যাথলিট হিসাবে ছেলেবেলা থেকে চর্চা করে আসছে এবং ভবিষ্যতে অ্যাথলিট কোচ বা শারীরশিক্ষা বিষয়ে শিক্ষক হিসাবে পেশা করতে চায় এবং জীবনের অনেকটা সময় খেলাধূলার পিছনে অতিবাহিত করেছে তাদের তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। স্থানীয় এলাকায় কাঁচরাপাড়া মহা বিদ্যালয়ে কলা বিভাগে শারীরিক শিক্ষা বিষয় খোলা হলে স্থানীয় এলাকার অনেক পড়ুয়ার এই বিষয় নিয়ে পড়ার সুযোগ হবে। কল্যাণী মহাবিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা বিভাগে খেলার মাঠ, খেলা ধূলার সরঞ্জাম,উপযুক্ত প্রশিক্ষক এবং পরিকাঠামোর অভাবে শিক্ষা অপূর্ণতা থেকে যাচ্ছে। প্রায় কিছু না শিখে শারীরিক শিক্ষা বিষয় নিয়ে স্নাতক হয়ে যাচ্ছে। এরপর ২বছর বিপিইডি (ব্যাচেলার ডিগ্রি অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন এবং পরবর্তী কালে ২ বছর এমপিইডি (মাস্টার ডিগ্রি অফ ফিজিক্যাল এড্যুকেশন) করার পর সরকারি বা বেসরকারি স্কুল,কলেজে শিক্ষকতা করার সুযোগ পাওয়া যায়। অবশ্য বিভিন্ন স্কুল বা কলেজ গুলিতে নিয়মিত শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা প্রয়োজন তা না হলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বহু গুণে বেড়ে যাবে।অনেক ছাত্রছাত্রী খেলাধূলার সাথে সেভাবে যুক্ত না থেকেও পেশা গত সুযোগ পাওয়ার কারণে শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে নিয়ে পড়তে আগ্রহী। এতে অনেক সহজাত অ্যাথলিট প্রতিভাদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সুযোগে অসুবিধা হচ্ছে। ফলে সার্বিক ভাবে এ্যাথলেটদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং খেলাধূলার মান বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। এমপিইডি বা এমপিইডি ভর্তির জন্য অ্যাথলিট বিষয়ে পারদর্শীদের অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন তাতে প্রকৃত শিক্ষার মান যে রকম বাড়বে তেমনি ভাবে অ্যাথলিটরা শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়াতে উৎসাহ পাবে।

তৃণমূল কংগ্রেসের বিজেপি ভারত ছাড়ো

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৩ আগস্ট বজবজ–২নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে দক্ষিণ শহরতলির বিড়লা মোড় থেকে বাওয়ালি মোড় পর্যন্ত বিজেপি ভারত ছাড়ো শীর্ষক একটি র‍্যালি সংগঠিত হল। প্রসঙ্গত গত

২১ জুলাই তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শহিদ দিবস উদযাপন উপলক্ষে ৯ আগস্ট থেকে ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজ্যব্যাপী বিজেপি ভারত ছাড়ো কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তারই প্রেক্ষিতে বজবজ–২ নং ব্লকে এই রাজনৈতিক কর্মসূচির রূপায়ণ। হাজার হাজার কর্মী সমর্থক এই র‍্যালিতে অংশ নেন। তৃণমূলের ব্লক সভাপতি জসীমউদ্দিন মল্লিক, যুব সভাপতি তাপস চক্রবর্তী, কার্যকরী সভাপতি বুচান বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলার স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, যুবনেতা সেখ বাপী, সংখ্যালঘু সেলের ব্লক সভাপতি মুজিবর শা, মহিলা নেত্রী রুণা দাস সাঁতরা সহ জনপ্রতিনিধি ও দলীয় নেতাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। তৃণমূল কংগ্রেসের এই ঐক্যবদ্ধ সমাবেশ দেখে জনগণ আপ্লুত। র‍্যালি শেষে বাওয়ালি মোড়ে একটি পথসভা সংগঠিত হয়।

বাংলাদেশ ও ভারতের মেল বন্ধনে হোমিও কনফারেন্স

নিজস্ব সংবাদদাতা : বাংলাদেশ ও ভারতের মেল বন্ধনে ৫ম আন্তর্জাতিক হোমিও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল, আয়োজনে সেন্টার ফর অ্যাডভান্স স্টাডিস (কসম) বাংলাদেশ। ২ দিন ব্যাপী (২১ ও ২২ জুলাই) স্থান ইনস্টিটিউট অফ ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট নির্যাস বাংলাদেশ (আইডিইবি) বাংলাদেশ কাকবাইল ঢাকা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন ডাঃ দিলীপ রায়। ইনি বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ডের চেয়ারম্যান। আহ্বায়ক ছিলেন ডাঃ এম এ কাদের। ইনি সমগ্র অনুষ্ঠানের সভাসমিতির আসন অলঙ্কৃত করেন। বিশেষ অতিথি আলমগীর মতি চেয়ারম্যান অফ দ্য অ্যাডভাইসরি কমিটি (কসস) বাংলাদেশ ডাঃ জাহাঙ্গীর আজেম রেজিস্টার হোমিওপ্যাথিক বোর্ড বাংলাদেশ ডাঃ এসএম ইফতিকার উদ্দিন, ডাঃ আশিস নিয়োগী, ডাঃ কায়েম উদ্দিন এনারা সবাই মেম্বার বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড ডাঃ অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ডাইরেক্টর ন্যাশনাল ইন্সটিটিউশন অফ হোমিওপ্যাথিক কলকাতা ডাঃ এস আই হোসেন সম্পাদক হোমাই (ভারত) ডাঃ অশোক প্রধান খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ কামারুজ্জম ভুঁইয়া সভাপতি হোমিওপ্যাথিক শিক্ষক সমিতি বাংলাদেশ ডাঃ এসএএম রেজার রহিম সভাপতি বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন ম্যানুফ্যাকচারস অ্যাসোসিয়েশন ডাঃ সাখওয়াত ইসলাম ভুঁইয়া ও ডাঃ আবদুর রহমান প্রাক্তন সদস্য বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড ডাঃ ফারুক আহমেদ মজুমদার সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক অ্যাসোসিয়েশন (ডিএইচএমএস) আসরফ রহমান কাউন্ট্রি সহসভাপতি লিগা মেডিকো ফোরাম হোমিও বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনায় বক্তা হিসাবে ছিলেন ডাঃ অশোক প্রধান, অমলেন্দু প্রধান ডাঃ ডিএস ভর, অনির্বাণ সুকুল কবীর, ডাঃ আবদুল মতিন ডাঃ নজরুল হাসন। এছাড়া ভারত থেকে ডাঃ অশোক ব্যানার্জি, ডাঃ জালালউদ্দিন সেখ, আবসাদ হোসেন, ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ প্রামাণিক প্রমুখ।

নাবালিকার বিয়ে আটকালো প্রশাসন

সুভাষচন্দ্র দাশ, ক্যানিং : এক নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করল প্রশাসন, ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার ৬ নম্বর সোনাখালি গ্রামে। ১৭ বছরের নাবালিকা স্থানীয় সোনাখালি হাইস্কুলের নবম শ্রেণিতে পড়াশুনো করত। কিন্তু বিয়ে ঠিক হওয়ায় দিন পনেরো আগে সে পড়াশুনোকে বিদায় জানায়। বৃহস্পতিবার বিকেলে বারুইপুর থানার বেতবেড়িয়ার বাসিন্দা ইস্রাফিন মোল্লার সঙ্গে ওই নাবালিকার বিয়ে হওয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত বাসন্তী ব্লক প্রশাসন ও পুলিশের হস্তক্ষেপে বন্ধ হয় নাবালিকার বিয়ে। বৃহস্পতিবার সকালেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা চাইল্ড লাইনের হেল্পলাইন নম্বর এ একটি ফোন আসে যে, বাসন্তীর ৬নং সোনাখালি গ্রামে ১৭ বছরের এক নাবালিকাকে বিয়ে দিচ্ছে তার পরিবার। খবর পেয়েই তড়িঘড়ি যোগাযোগ করেন বাসন্তী বিডিও ও থানায়। বৃহস্পতিবার দুপরেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা চাইল্ড লাইনের কর্মীরাও বাসন্তী বিডিও অফিসের কর্মী এবং বাসন্তী থানার পুলিশকে সাথে নিয়ে হাজির হন মোক্তার শেখের বাড়িতে। যদিও প্রথমে মেয়ে আইনুর শেখের বিয়ে বন্ধ করতে রাজি হননি মোক্তার শেখ। তখনই প্রশাসনের আধিকারিকরা ও চাইল্ড লাইনের কর্মীরা মিলে তাকে নাবালিকা বিয়ের কুফল–সহ বিভিন্ন সামাজিক অসুবিধার কথা জানান। দীর্ঘক্ষণ চেষ্টা করার পর অবশেষে মেয়ের বিয়ে বন্ধ করতে রাজি হন মোক্তার শেখ। সরকারি আধিকারিকদের কাছে মুচলেকা দেন যে প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত মেয়ের বিয়ে দেবেন না। পাশাপাশি পাত্রের বাড়িতে ফোন করে নিষেধ করে দেন যে বিয়ে হবে না। এই মুহূর্তে বিয়ে দেবেন না। তবে পাত্র যদি রাজি থাকে তাহলে প্রাপ্তবয়স্ক হলে ওই পাত্রের সাথে মেয়ের বিয়ে দেবেন। এদিকে বিয়ে বাড়ির ভোজের সমস্ত আয়োজন হয়েছে আত্মীয়রা সবাই এসে গিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত বিয়ে না হলেও সকলেই আনন্দে ভোজনটা সারলেন নির্বিঘ্নে।

কলকাতার মেয়র পদ

প্রথম পাতার পর

বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য উচ্চশিক্ষিত ও সুদক্ষ আইনজীবী হলেও তাঁর অতি রাজনৈতিক সক্রিয়তা ঠিক কলকাতার মেয়র পদের সঙ্গে খাপ খায়নি। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে কলকাতার মেয়র পদটি তো আর অরাজনৈতিক নয়। কোনও না কোনও রাজনৈতিক দলের মানুষইতো এই পদে বসবেন। তাও যতটা সম্ভব রাজনীতির ছোঁয়াচ থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র করে রাখাই কলকাতার মেয়র পদের বিশেষত্ব। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস বা নেতাজি সুভাষ জাতীয় কংগ্রেসের প্ল্যাটফর্মে থাকলেও কলকাতার মেয়র হিসেবে তাঁদের আলাদা ভূমিকা এখনও বারংবার আলোচিত হয়। পরবর্তীকালে কমল বসু সিপিএমের দ্বারা মনোনীত হলেও তাঁর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ও সৎ জীবনযাপন আজও দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে রয়েছে। কখনই 'শ্রেণি সংগ্রাম' বা অন্য কোনও ছুতো দেখিয়ে তিনি বিরোধীদের দূরে সরিয়ে রাখেননি। আজকের শাসক দলের এক জনপ্রিয় বিধায়ক পরেশ পাল সেসময়ে বিরোধী দলে থেকেও কমল বসুর রীতিমতো স্নেহধন্য ছিলেন।

কমল বসুর মতো আন্তরিকতা, স্বচ্ছতা সর্বোপরি সৎ দৃষ্টিভঙ্গীযুক্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষেরই বেশি প্রয়োজন কলকাতার মেয়র পদে। শোভন চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মতো কোনও কেলেঙ্কারিতে নাম যুক্ত ব্যক্তি বা প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় বা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের মতো পার্টি সর্বস্ব মানুষ কখনই কলকাতার মেয়র পদের পক্ষে উপযুক্ত নন। এদিকটা দলমত নির্বিশেষে ভেবে দেখা উচিত কলকাতা তথা রাজ্যের সব রাজনৈতিক দলের।

মহিষ মড়ক অব্যাহত

প্রথম পাতার পর

আশে পাশে সঞ্জয় ঘোষ বা রাজীব ঘোষেদের একটি করে মহিষ মারা গিয়েছে। স্বভাবতই হঠাৎ করে এই মড়কে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। গুমা ২ নম্বর পঞ্চায়েত থেকে আধিকারিকরা ছুটে গিয়েছেন ঘটনাস্থলে। মৃত ও আক্রান্ত পশুদের রক্তের নমুনা পাঠানো হয়েছে পরীক্ষাগারে। এ বিষয়ে হাবড়ার ব্লক প্রাণী উন্নয়ন আধিকারিক গৌতম কুমার নন্দী বলেন,'মহিষগুলোর উপসর্গ দেখে 'আনথ্রাক্স রোগের কথাই মনে হচ্ছে। ভ্যাকসিন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দ্রুত সমস্যা মিটে যাবে।'' এদিকে কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষতিতে পড়ে পলাশ ঘোষ বা সঞ্জয় ঘোষেরা দিশাহারা হয়ে পড়েছেন। একদিকে অর্থের ক্ষতি অন্যদিকে মৃতদেহ সৎকারের চাপ। দুয়ে মিলে এলাকায় এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। রোগ নির্ণয় ও রোগ নিরাময়ে এখন সুস্পষ্টভাবে শুরু না হওয়াতে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো আকার নিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই প্রাণান্তকর অবস্থা থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজছেন এলাকার গবাদি পশু পালকেরা।

পানীয় জলের সঙ্কটে আলিপুর জজ কোর্ট

প্রথম পাতার পর

পূর্বে বিধায়ক ও সাংসদ কোটায় যে টিউবওয়েলগুলো ছিল, সেগুলি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কোর্ট চত্বরে সরকারি উদ্যোগে বিনা পয়সায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা অবশ্যই দরকার।

আলিপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ইন্দ্রনীল বাসু

মহানগরে

গত ১৫ আগস্টের দিন বেহালা ১৪ নম্বর বাসস্ট্যান্ড থেকে ঠাকুরপুকুর পর্যন্ত বিজেপির তরফ থেকে ভারতমাতা মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সভানেত্রী দেবশ্রী চৌধুরী ও সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। –ছবি : অরুণ লোধ

ত্রিফলার বকেয়া নিয়ে হাইকোর্টে মামলার পথে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দেয় একরকম আর কলকাতা পুরসংস্থার কর্তৃপক্ষ নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে করে আর এক কাজ। ২০১০–২০১৩ সময়কালে ত্রিফলা আর্থিক কেলেঙ্কারি মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট পুরসংস্থাকেই আর্থিক ক্ষতির দায়ভার নেওয়ার কথা জানায়। আর কলকাতা পুরসংস্থা নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে আলোর ঠিকাদারদের চুক্তির বাইরে গিয়ে তাদের থেকেই ক্ষতির দায়ভারের টাকা কাটার সিদ্ধান্ত নেয়। মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কলকাতা পুরসংস্থার জনপ্রিয় ও বিতর্কিত প্রকল্প হলো ত্রিফলা আলো (ট্রাইডেন্ট লাইটপোস্ট) প্রকল্প।

২০১০–এ শহর সাজাতে শোভনবাবুর নেতৃত্বে প্রথম তৃণমূল পুরবোর্ড ত্রিফলা আলো প্রকল্প হাতে নেয়। কিন্তু এই প্রকল্পে ২০১৩–র পর থেকে চলতি অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টার পর্যন্ত ঠিকাদারদের প্রায় সাড়ে ৫ কোটি টাকা পাওনা পুরসংস্থার কাছে আটকে। দীর্ঘদিনের বকেয়া না পেয়ে এবার প্রণব কর নামে এক ঠিকাদার সরাসরি আইনি নোটিশ' পাঠালেন কলকাতা পুরসংস্থাকে। এরই সঙ্গে চুক্তির বাইরে গিয়ে পুরসংস্থা ঠিকাদারদের প্রাপ্যের টাকা থেকে কেন ৩৫ শতাংশ টাকা কেটে নিল, তার কারণও ওই আইনজীবীর পাঠানো নোটিশে জানতে চাওয়া হয়েছে।

২০১১–২০১৩ পর্যন্ত আলোর ঠিকাদাররাই ত্রিফলা স্ট্যান্ড জোগান দিতেন এবং তা লাগানোর

দায়িত্ব তাদেরই ছিল। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে পুরসংস্থা নিজেদের এন্টালি ওয়ার্কশপে ত্রিফলা স্ট্যান্ড তৈরি করে ঠিকাদারদের দিয়ে তা লাগানোর চুক্তি করে। কিন্তু প্রথম পর্যায়ের চুক্তির ২৫ শতাংশ 'সিকিউরিটি ডিপোজিট' এবং 'রিটেনশন মানি' মিলিয়ে চুক্তির মোট ৩৫ শতাংশ টাকা কোথায় গেল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলায় তাদের মূল প্রশ্ন ২০১০–২০১৩ প্রথম চার বছরের টাকা কোনও কারণ ছাড়াই বকেয়া রাখা হয়েছে কেন?

এরই সঙ্গে আইনি নোটিশ পাওয়ার প্রথম ১৫ দিনের মধ্যে ওই বকেয়া টাকা ফিরিয়ে না দিলে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করা হবে বলেও ওই নোটিশে জানানো হয়েছে। চুক্তির বাইরে কোনও কাজ করা যায় না। কিন্তু তা করা হয়েছে। সেজন্যই আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। পুর আলোকায়ন ও বিদ্যুতায়ন দফতরের মেয়র পারিষদ জনাব মনজর ইকবাল বলেন 'আমার কাছে কেউ কোনও চিঠি না দেওয়ায় আমি কিছুই বলতে পারবো না।' প্রসঙ্গ, কলকাতা মহানগরে ত্রিফলা লাগিয়ে কমপক্ষে ৭৩ জন আলোর দায়িত্বে থাকা ঠিকাদারের বকেয়া হয়েছে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা। শুধু এটাই নয়, কলকাতায় সৌন্দর্যায়নের কাজ করা অন্য ঠিকাদারদেরও বেশ কিছু টাকা বকেয়া বলে অভিযোগ। পুরসংস্থার আলো দফতরের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'এখন শহরের রাস্তায় ও গঙ্গার পাড় মিলিয়ে কমবেশি ১১ হাজার ত্রিফলা লাগানো হয়েছে।

প্যানের সঙ্গে আধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঘোষণার দু'মাস পরেও প্যান ও আধার কার্ডধারী তিন ভাগের এক ভাগ ভারতবাসীরই প্যান নম্বরের সঙ্গে আধার নম্বর সংযুক্ত (লিঙ্ক) হল না। উল্লেখ্য, দেশের মোট ৩০ কোটি মানুষের প্যান কার্ড রয়েছে। অথচ ৫ আগস্ট পর্যন্ত সময় মাত্র ৯.৩ কোটি ভারতবাসী প্যানের সঙ্গে আধার নম্বর সংযুক্ত করেছেন বিভিন্ন ব্যবস্থাপনায়। প্রসঙ্গত, এই সংযুক্তকরণ প্রক্রিয়ার শেষ সময় আগামী ৩১ মার্চ। বর্তমানে নতুন প্যান কার্ডের জন্য আবেদন করতে গেলে ফর্মে আধার নম্বর জানাতেই হবে।

কলকাতায় ফুড লাইসেন্স বাধ্যতামূলক

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাম্প্রতিক কলকাতা পুরসংস্থার নয়া নিয়মে ফুড লাইসেন্স না থাকলে কলকাতা মহানগরে যে কোনও ব্যবসা করার প্রশাসনিক অনুমতিপত্র ট্রেড লাইসেন্স পাওয়া যাবে না। সেজন্য পুরসংস্থার বরো অফিসগুলিতে ক্যাম্পের মাধ্যমে কলকাতায় খাবার বিক্রি করার অনুমতি পত্র 'ফুড লাইসেন্স' দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা পুরসংস্থা। পুর স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ এই খবর জানিয়ে বলেন, ট্রেড লাইসেন্স পাওয়ার জন্য কলকাতার খাবার দোকানের ব্যবসায়ীদের ফুড লাইসেন্স থাকাটা বাধ্যতামূলক এবার থেকে। যদি ফুড লাইসেন্স না থাকে সেক্ষেত্রে ট্রেড লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ করা হবে না। প্রসঙ্গত, প্রাথমিক সমীক্ষানুযায়ী, বর্তমানে কলকাতা মহানগরে আনুমানিক ২০ হাজার খাদ্য ব্যবসায়ীর ফুড লাইসেন্স রয়েছে। এটা কমবেশি এক লক্ষে যাওয়া প্রয়োজন। এবং চালু ট্রেড লাইসেন্সের সংখ্যা কমবেশি সাড়ে তিন লক্ষ।

১৫ আগস্ট আমাদের স্বাধীনতা দিবস স্বাধীনতা সংগ্রামের এই দিনেই আরও এক নক্ষত্র ঋষি অরবিন্দের জন্মদিন। আলিপুর জজ কোর্টের স্বাধীনতা দিবস পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে পালন করার পর সেখানেই অবস্থিত অরবিন্দ সংগ্রহালয়তে ঋষির জন্মদিন পালন করা হয়। যেই কক্ষে এই সংগ্রহশালা গঠন হয়েছে সেই ১৪ নম্বর কোর্টে একসময় বিপ্লবীদের বিচার হত। এই কক্ষেই অরবিন্দর হয়ে লড়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। এই কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন ক্ষদিরাম বোস। এখানেই ফাঁসির নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। এই ঐতিহাসিক কক্ষে রয়েছে সেইসময়কার বিভিন্ন মামলার নথিপত্র। রক্তমাখা রুমাল এছাড়াও রয়েছে বিপ্লবীদের হাতে তৈরি বোমা। এই কোর্টেই গানে, স্মৃতিচারণে অনুষ্ঠিত হল সংগ্রামী ঋষির জন্মদিন। উপস্থিত ছিলেন সংগ্রহশালার ফাউন্ডার মেম্বার, অ্যাডভোকেট ও বার কাউন্সিলের সদস্য কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা জজ সুরঞ্জন কুন্ডু, আলিপুর বারের প্রাক্তন সম্পাদক শেখর দে, অ্যাডভোকেট জয়ন্ত মুখার্জি–সহ অন্যান্যরা।

সম্পত্তি কর জমার পরিমাণে বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থার নতুন সম্পত্তি কর ব্যবস্থাপনা 'ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্ট' (সেল্ফ অ্যাসেসমেন্ট অফ প্রপার্টি ট্যাক্স) পদ্ধতিতে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ত্রৈমাসিক কর যদি প্রথম ত্রৈমাসিক কর প্রদানের নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে একসঙ্গে প্রদান করা হয়। তাহলে শেষ তিনটি ত্রৈমাসিক করের ওপর বাড়তি পাঁচ শতাংশ ছাড় (রিবেট) অর্থাৎ মোট ১০ শতাংশ রিবেট দেওয়া হবে। এই নয়া নিয়ম চলতি অর্থবর্ষের শুরু ১ এপ্রিল থেকে চালু হওয়ার প্রথম চার মাসে (এপ্রিল থেকে জুলাই) পুর সম্পত্তি কর আদায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে পুর সূত্রে খবর। সূত্র থেকে জানা যায় যে, গত অর্থবর্ষের এপ্রিল থেকে জুলাই প্রথম চার মাসে সম্পত্তি কর আদায় হয়েছিল ২৯৫ কোটি টাকা। সেক্ষেত্রে চলতি অর্থবর্ষের প্রথম চার মাসে সেটা বেড়ে হয়েছে ৩৫০ কোটি টাকা। প্রসঙ্গত, পুরসংস্থার মোট সম্পত্তি করদাতার সংখ্যা সাত লক্ষ ২০ হাজারেরও অধিক।

বাগবাজার গৌড়ীয় মিশনে জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে ৩ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা হয় গত ১৪ আগস্ট। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিভিন্ন মন্ত্রীরা ও মিশনের ভক্তবৃন্দ। এই উপলক্ষ্যে ৩দিন ধরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই উপলক্ষ্যে বহুরূপীদের অনুষ্ঠান।

বাংলায় রাস্তার নাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার অলি–গলি, লেন, বাই–লেন চেনাতে পুরসংস্থা পথচারীর সুবিধার্থে রাস্তার মোড় মাথায় দৃষ্টিনন্দন বোর্ড লাগিয়ে রাস্তার নাম লিখে তীর চিহ্ন দিয়ে কোন রাস্তা তা চিহ্নিত করে দেয়। সেই বোর্ডে বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দি ভাষাতে রাস্তার নাম লেখা হয়। তবে এবার থেকে পুর সংস্থা অন্য ভাষার সঙ্গে বাংলায় রাস্তার নাম লেখা বাধ্যতামূলক করেছে। এই মর্মে কলকাতা পুরসংস্থার মহাধ্যক্ষ সম্প্রতি একটি সার্কুলার জারি করেছেন। আগে লাগানো যেসব বোর্ডে বাংলায় নাম লেখা নেই সেগুলিতে পর্যায়ক্রমে বাংলায় নাম লিখে দেওয়া হবে। তবে ওই বোর্ডে রাস্তাটির নাম ও ওয়ার্ড নম্বর ছাড়া আর কিছু লেখা থাকবে না। প্রসঙ্গত,ত পুর সূত্রে খবর, বড়ো রাস্তা, অলি, গলি, লেন, বাইলেন সহ শহরের মোট রাস্তা কমবেশি চার হাজার। আবার রাজ্য পরিবহন দফতরের হিসেবানুযায়ী কলকাতা পুলিশের অন্তর্গত এলাকায় রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য ১৮৭০ কিলোমিটার।

বন্ধ শ্মশান

'কাশীমিত্র শ্মশান ঘাটের একমাত্র বৈদ্যুতিক চুল্লিটির মেরামতির সুবিধার জন্য ১৯ আগস্ট ২০১৭ সকাল ৮.০০ থেকে ২৭ আগস্ট ২০১৭ ৪.০০ টা পর্যন্ত বৈদ্যুতিক চুল্লিটি বন্ধ থাকবে। ২৭ আগস্ট ২০১৭ বিকাল ৪.০০টা থেকে উক্তচুল্লিটি কার্যকরী হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মাত্র কিছুদিন আগেই ১০ হাজার ছুঁয়েছে ভারতীয় নিফটি। আর বাজারের এই পোয়াবারোর মধ্যে সামনে আসছে শ্রেয়ী গ্রুপের অন্যতম অংশ 'শ্রেয়ী ইকুইপমেন্ট ফিন্যান্স' এর নতুন ইনিশিয়াল পাবলিক অফার বা আইপিও। সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এ কথা জানান সংস্থার এমডি হেমন্ত কানোরিয়া, ভাইস চেয়ারম্যান সুনীল কানোরিয়া, সিইও ডঃ দেবেন্দ্র কুমার ব্যাস প্রমুখ বিশিষ্টরা।

ফলতায় চালুয়াড়িতে স্বাধীনতা পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় অ্যাকটিভ ট্রেনিং স্কোয়াড–এর উদ্যোগে ও কুমার সংঘের সহযোগিতায় স্বাধীনতা সংগ্রামী ও স্বদেশীদের স্মৃতি বিজড়িত চালুয়াড়িতে গত ১৫ অগাস্ট ৭১ তম স্বাধীনতা দিবস সাড়ম্বরে পালিত হল । ফলতা থানার এএসআই সুখরঞ্জন সরকার শতাধিক এনসিসি প্রশিক্ষার্থীর গার্ড অব অনারের মধ্যে দিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। স্কোয়াডের পতাকা উত্তোলন করেন অশোক মণ্ডল।

গার্ড অব অনারের একটি মুহূর্ত –নিজস্ব চিত্র

এদিন বর্ণাঢ্য প্রভাত ফেরিতে এনসিসি ক্যাডেট ছাড়াও সাধারণ মানুষও বিপুল ভাবে অংশ নেন, যা শুধু চালুয়াড়িতেই সীমাবদ্ধ ছিলনা। চালুয়াড়ি ও ফতেপুর এই দুই পঞ্চায়েত এলাকার নিয়োগীরাট, মহিষাশিং, বেনাপুর, ফতেপুর, পিখিরা, গোপালপুর ইত্যাদি গ্রামও পরিক্রমা করে গ্রামের উত্তর প্রান্তে স্নানের ঘাট সংলগ্ন বিবেকানন্দ উদ্যানে ফিরে আসে। পতাকা উত্তোলনের পর বিশিষ্ট শিক্ষক ও প্রাক্তন সেনাকর্মী স্বপন কুমার মন্ডল সংঘের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। বিশিষ্ট শিক্ষক মাধাই দাস, জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। স্কোয়াডের কমান্ডিং অফিসার পঙ্কজ ঘোষও বক্তব্য রাখেন। এদিনের অনুষ্ঠানে ড্রিল মার্চিং, দেশাত্মবোধক নৃত্য–গীত, বিভিন্ন রোমহর্ষক শারীরিক কসরৎ, পিরামিড গঠন ইত্যাদি প্রদর্শনী বেশ উপভোগ্য হয়ে ওঠে। দীর্ঘ নিরলস অনুশীলন ছাড়া যা সম্ভব নয়।

প্রসঙ্গত, পরাধীন ভারতে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে তথা ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে মাঘী পূর্ণিমায় গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত হয় গোবিন্দ আশ্রম, যা আসলে ছিল বিপ্লবীদের গোপন আশ্রয়স্থল। চালুয়াড়ি গোবিন্দ আশ্রমের সাথে হুগলি নদীতীরে লবণ আন্দোলনের পীঠস্থান নীলা গ্রামের ছিল নিবিড় যোগ। সেখানে দেশের প্রথম লবণ–শহিদ আশুতোষ দলুই–এর আত্মবলিদানের পর সুভাষচন্দ্রের পাঠানো মর্মস্পর্শী শোকবার্তা আজ–ও গৌরবের ইতিহাস বহন করছে এবং ওই আন্দোলনে গ্রেপ্তারির পর মুক্তি–প্রাপ্ত বিপ্লবী বসন্ত মণ্ডল সহ বিপ্লবীদের অধুনালুপ্ত কালীঘাট ফলতা রেলপথের শিবানীপুর স্টেশন থেকে অত্যুসাহী জনতা কার্যত ছিনিয়ে নিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে আশ্রমে পৌঁছে সম্বর্ধনা দেন। নয় দশক আগের সেই ইতিহাসের গ্রামের মাটিতে এমন আয়োজন তাপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই।

জ্যোতিষীদের স্বাধীনতা দিবস

সব্যসাচী সান্যাল : সারা দেশের সাথে এই রাজ্যে মহা উৎসাহে ৭১ তম স্বাধীনতা দিবস পালিত হোল। এবছরে নানা সংস্কৃতিকমূলক অনুষ্ঠানের সাথে মধ্যরাতে স্বাধীনতা দিবস পালন করার এক নতুন সংস্কৃতি চালু হয়েছে। এই ব্যবস্থা কতোটা সঠিক তা নিয়ে বিতর্ক থেকে যায়। নিয়মমত ১৪ আগস্ট পাকিস্থানে স্বাধীনতা দিবস পালিত হয় সেখানে ভারতবর্ষে ১৫ আগষ্ট ভোরবেলা পতাকা উত্তোলন, খেলাধুলার প্রতিযোগিতা ও নানা সাংস্কৃতিকমূলক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা দিবস পালন করার রীতি বহুদিন ধরে চলে আসছে। তবে এদেশের রাজনীতিবিদদের সবকিছু রীতিনীতি পাল্টে ফেলার অধিকার দেশ স্বাধীনতা হওয়ার পর থেকে জন্মেছে। তবে এর মধ্যে অ্যাস্ট্রোলজি ও অ্যাস্টোলজি এর ফোরামের উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস পালন কিছুটা ব্যতিক্রম ছিল। হাওড়া কদমতলায় রাস্তার দুপাশের মাঝখানে নির্মিত পার্কে আন্তরিকতার সাথে স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হোল। হাওড়া পুরনিগমের ২২ নম্বর ওয়ার্ডের জনপ্রিয় পুরমাতা মৌসুমী ঘোষ স্বাধীনতা দিবসের পতাকা উত্তলোন করেন এবং মেয়র পারিষদ দিবেন্দু মুখার্জি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে অমর শহিদদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে দেশের স্বাধীনতার কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। এরপর মৌসুমী ঘোষ ও মেয়র পারিষদ দিবেন্দু মুখার্জি সংস্থার সদস্যদের এবং আন্যান্য আমন্ত্রিতদের ব্যাচ ও উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেন। এরপর সংস্থার সদস্যরা দেশাত্মবোধক গানের ব্যান্ডের সাথে কদমতলার রাস্তার কিছুটা অংশে এলাকার মানুষ নিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে মিছিল করে জাতীয় পতাকা নিয়ে পথ প্রদর্শন করে এবং পার্কে অবস্থিত বিবেকানন্দ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নেতাজির মূর্তিতে মাল্যদান করে দেশ মাতৃকার বরেণ্য সন্তানদের প্রতি সম্মান জানান। এরপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, নজরুল ইসলামের দেশাত্মবোধক গানের অংশ নিয়ে স্বরচিত ভাষ্যপাঠ ও ছোট ছোট মেয়েদের দেশের পতাকা নিয়ে সুন্দর নৃত্য পরিবেশনায় দিনটি সকলের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। অনুষ্ঠানের অন্তিমলগ্নে অমর শহিদের স্মৃতির উদ্যেশ্যে ১ মিনিটের নীরবতা পালন এবং সকলে একত্রে জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে একটি সুন্দর পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অ্যাস্ট্রোলজি ও অ্যাস্টোলজি এর তরফ থেকে স্বাধীনতা দিবসের দিনটি পালিত হয়। ৭১ তম স্বাধীনতাদিবস উদযাপনে উপস্থিত ছিলেন অ্যাস্ট্রোলজি ও অ্যাস্টোলজি এর ফোরামের সম্পাদক দেবাশীষ গোস্বামী, কার্যকরী সভাপতি রমা সান্যাল উপদেষ্টা কমিটি সদস্য ও আয়োজকদের প্রধান ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করা সর্বদেব সান্যাল ও অন্যান্যদের মধ্যে ভবানী প্রসাদ ভট্টাচার্য, জয়ন্ত গোস্বামী, বাপন ভারতী, দীপা ভট্টাচার্য, শুভাশীষ গোস্বামী, পার্থসারথী সেনগুপ্ত, গৌরাঙ্গ আগমবাগীশ, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, রুদ্রাশীষ প্রমুখ।

কালীঘাটে নকুলেশ্বরতলায় গত ১৪ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবারের ভিড় উপচে পড়েছিল। সারা মাস ধরে শিবের আরাধনা করার পর শেষদিনে ভক্তদের উচ্ছ্বাস ছিল বাঁধন হারা। ছোট থেকে বয়স্ক সকলেই এই দিনটিতে আবেগ বিহ্বল পড়ে। এদিনের আনন্দকে আরও স্মরণীয় করতে মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে সুজিত রায়ের বিশেষ ব্যবস্থাপনায় শিবঠাকুরকে তেরাঙ্গায় সজ্জিত করা হয়েছিল। বিভিন্ন রঙের আবির দিয়ে রাঙিয়ে তোলা হয়েছিল দেবাদিদেব মহাদেবকে। এবং লাল চন্দনে লিপ্ত মহাদেব ভক্তদের প্রাণ ঢেলে আশীর্বাদ করতেও কার্পণ্য করেননি। ভারত মাতা কি জয় ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল মন্দির প্রাঙ্গণ।

মাঙ্গলিকী

জন্মদিনের আলোকে উজ্জ্বল ত্রিসপ্তকের আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ত্রিসপ্তক সহযোদ্ধা মঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা কর্ণধার, বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্ট নাম, শ্রদ্ধেয় ঋষিণ মিত্রর ৮৩তম জন্মদিন পালিত হল ৯ জুলাই সংগঠনের মাসিক সভায়। উপস্থিত কবি, লেখক সঙ্গীত শিল্পীরা ঋষিণ মিত্রর গলায় পরিয়ে দিলেন গোলাপের মালা, হাতে দিলেন পুষ্প স্তবক, উত্তরীয়, নানান উপহার, প্রণাম করলেন একে একে। তাঁর সংগঠনের বিষয়ে তাঁর অবদানের কথা বিস্তৃতভাবে বললেন শ্রীমিত্রর সহযোদ্ধা শ্রদ্ধেয় নিত্যানন্দ দাস (৮৭!)। আরও অনেকেই এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন শ্রীময়ী চক্রবর্তী, 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে'—যথাযথ নির্বাচিন ও সুগীত। এদিন গানে গানে স্বরচিত কবিতায় শ্রী মিত্রকে অনেকেই শ্রদ্ধা জানালেন। এদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ লহরি বড়াল চক্রবর্তী, ডাঃ শান্তি রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, মন্টু উপাধ্যায়, অসীম চৌধুরী, সুশান্ত কুমার দে, ডাঃ কল্যাণ পাল, কৃষ্ণ পাল, আরতি দে, নীপা চক্রবর্তী প্রমুখ। 'নূতন প্রভাত' পত্রিকার সম্পাদক রবীন চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে শ্রীমিত্রকে যথাযথ সম্মান জানালেন। 'জাদু রঙ্গমঞ্চ' পত্রিকার সম্পাদক বরিষ্ঠ জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'হ্যাপি বার্থডে' জাদুর মাধ্যমে তাঁর অনেক দিনের পরিচিত বাংলার গুণী মানুষ ঋষিণ মিত্রকে সম্মান জানিয়ে জাদু কলাকে উজ্জ্বল করলেন। রাণা পাল ত্রিসপ্তক সহযোদ্ধা মঞ্চের অতীত দিনের বহুকথা সবার সামনে তুলে ধরলেন। ঋষিণ মিত্র সকলের অনুরোধে শোনালেন তাঁর লেখা, তাঁর সুর দেওয়া বিপ্লবী চেতনায় শান দেওয়া দুটি গান...

শ্রদ্ধেয় ঋষিণ মিত্র, শ্রদ্ধেয় নিত্যানন্দ দাস, দুই চির বিপ্লবী 'তরুণ সংগঠক'— দুজনেই খুব ভালো থাকুন সকলের তরফে এই কামনা ঈশ্বরের কাছে এই প্রতিবেদকের...

জন্মাষ্টমীর সন্ধ্যায় 'চলতে চলতে' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে কিশোরকুমারকে স্মরণ করলেন এসপি এন্টারপ্রাইজ এবং প্রয়াস। এই অনুষ্ঠানে ৩ জন সঙ্গীতশিল্পী অংশুমান চট্টোপাধ্যায়, তনুশ্রী রায়চৌধুরি ও সুজয় ভৌমিক সহ সঙ্গীতের মাধ্যমে সন্ধ্যাকে অন্যমাত্রা এনে দেয়। ছবি : উৎপল কুমার রায়

অন্যরকম

মানব সেবায় মেতেছেন রাম ডাকাত

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

পথচারী এক বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করতেই একবারেই দেখিয়ে দিলেন পিয়ালী নদীর কাছাকাছি অবস্থিত বাড়িটা। ছোট্ট একখানি বাড়ি ,সেখানেই থাকে একদা কুখ্যাত, মানুষের ত্রাস রামপদ ডাকাত। দেখলে কেউ কোনওদিন ও ভাবতে পারবে না যে ইনি একজন নামকরা ডাকাত। বয়স প্রায় ৬৫ ছুঁই ছুঁই,গায়ে গেরুয়া বসন,গলায় পবিত্র তুলসির মালা। বর্তমানে কাজ বলতে মানবসেবা,ভাগবত,গীতা,মহাভারত এবং রামায়ণ পাঠ। দেখা হতেই একগাল হেসে বললেন আবার লেখালেখি করে আমার সর্বনাশ করবেন নাতো? একটু ভেবেই উত্তর দিলাম,আপনি তো এখন দস্যু রত্নাকর থেকে বাল্মীকি হয়েছেন।

এরপর শুরু হল দীর্ঘ ডাকাত জীবনের কথা। নাম রামপদ মন্ডল,পিতা ক্ষ্যামানন্দ মন্ডল,মাতা কিশোরী দেবী। নয় ভাইবোনের মধ্যে রামপদ ডাকাত সেজো(তৃতীয়)। পেশা ছিল ডাকাতি। একদা সমস্ত দক্ষিণ ২৪ পরগণা কাঁপতো রামপদ ডাকাতের কথা শুনে। জলে–স্থলে উভয় দিকে ডাকাতিতে সিদ্ধহস্ত। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা ছাড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গ সহ মোট ১৭টি রাজ্যে দাপটের সাথে একাধিক বার ডাকাতি করেছেন। এর মধ্যে বেশির ভাগ ছিল দিল্লি,পাঞ্জাব,মহারাষ্ট্র,বিহার ওড়িশা। রামপদ নাম শুনলে ভয়ে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসতো। তার ভয়ে জলে স্থলে যেন আতঙ্কের প্রহর গুনতো এলাকা। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর থানার পশ্চিম শ্যামনগর(খড়িবেড়িয়া)এলাকার বাসিন্দা রামপদ ডাকাত। ১০০ টির ও বেশি ফৌজদারি মামলার আসামী। এমন কোনওদিন ও যায়নি যেদিন তার খোঁজে গ্রামে পুলিশ আসেনি। জেলও খেটেছেন। বর্তমানে দুটি মামলা চলছে। আর সবগুলো থেকে মুক্ত। লেখাপড়া খুব একটা জানেন না। রামপদ ডাকাতের প্রথম জীবনে সংসারে বড় অভাব

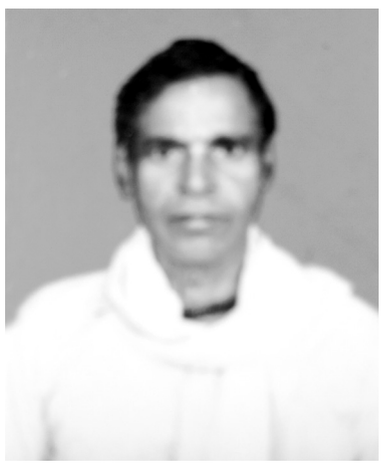

অনটন ছিল। খাটাখাটনি করে সংসার চালাতে হতো।

কিন্তু বিধিবাম। সামান্য জমিজমা সংক্রান্ত গণ্ডগোল বাধে প্রতিবেশীদের সাথে। আর তাতেই ক্ষিপ্ত হয়েই সুধন্য কয়াল নামে এক প্রতিবেশীকে খুন করে। সেই থেকেই শুরু,তারপর সঙ্গদোষে পড়ে ডাকাত হয়ে যাওয়া। তবে সেই খুনের জন্য সাড়ে সাত বছর সাজা হয় কিন্তু ১০ দিন জেল খাটার পর হাইকোর্টে আপিল করার পর জামিন পেয়ে যায়। তারপর সামান্য মাত্র জমি চাষ করে সংসারের অভাব মেটাতে না পেরে ডাকাতিকে পেশা হিসাবে বেছে নেয় রামপদ। মাত্র ১৫বছর বয়স থেকেই ডাকাত জীবন শুরু। তবে নিজে থেকে রামপদ ডাকাত জানালেন ডাকাতি জীবনে কোনও দিন কোনও নারীকে অপদস্থ,নির্যাতন করেননি। নারী মাত্র তিনি মা বলেই সম্বোধন করতেন। যারজন্যই তিনি দীর্ঘদিন ডাকাতি করতে সফল হয়েছিলেন। অনেকবার সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে ফিরেছেন। একাধিক ডাকাতি করার পর পশ্চিমবঙ্গ সহ অন্যান্য রাজ্যতে একাধিকবার ধরা পড়া এবং সাধারণ লোকজনের সামনে থেকে ধরা পড়া এবং লোকের সামনে অপমানিত হওয়ায় নিজেকে নিজেই সংশোধন করার সিদ্ধান্ত নেন। এককথায় রামায়ণের দস্যু রত্নাকর থেকে বাল্মীকি। তারপর ২০০০ সাল থেকেই ডাকাতি ছেড়ে সৎ পথে ফেরেন । এমনই পরিবর্তন দেখে অনেকেই হাসি ঠাট্টা করতেন। রামপদ ডাকাত সেসব কথায় কান না দিয়ে কৃষ্ণনাম ও গীতার বাণী প্রচার করতে লাগলেন। তারপর এলাকার দুঃস্থদের কে মাঝে মধ্যে সাহায্য করা এবং নরনারায়ণ সেবা করে চলেছেন। বর্তমানে একটি মন্দির,একটি পাঠশালা তৈরি করার জন্য মরিয়া চেষ্টা করে চলেছেন। হরিনাম সংকীর্তণ করে যেটুকু আয় করেন তার বেশির ভাগটাই খরচ করেন ছোট ছোট দুঃস্থদের জন্য। গত ২০০৯ সালের ২৫মে সোমবার আয়লার পর সামান্য টাকা–পয়সা দিয়ে চাল ডাল কিনে গোসাবা, সাতজেলিয়া,কুমীরমারি এলাকায় ত্রাণ বিলি করেছিলেন।

বর্তমানে রামপদ মন্ডল(ডাকাত) চরম হতাশার মধ্যে ভুগছেন একটি মন্দির ও একটি পাঠশালা করার জন্য। তার জন্য আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন। তাই তাঁর ইচ্ছা যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি বা সংগঠন সাহায্য করেন তাহলে হয়তো আমার ডাকাত জীবনের পরিবর্তনের পরিবর্তন হয়ে জীবনেআরও একধাপ নতুন প্রজন্মের সূচনা হবে। ।

উনুন নেভেনা এই মিষ্টির দোকানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালি, নিশ্চিন্দা : বাপ, কাকা, ঠাকুরদার হাতে তৈরি প্রায় ৪০ বছরের বয়স কাল হল নিশ্চিন্দার তরুণ সংঘের প্রাচীন মিষ্টির দোকান। সময় কাল পরিবর্তন হলেও দোকানটির চরিত্রের কোনও বদল আজও হয় নি। যা দোকানে দাঁড়িয়েই বোঝা গেল। চারদিকে ঝাঁ চকচকে রাস্তাঘাট, উঠেছে জঙ্গল পরিষ্কার করে বহু সংখ্যক বহুতল। মাঝে আজও সটান দাঁড়িয়ে দাস পরিবারের প্রাচীন মিষ্টির দোকানটি। দোকানটির মাথায় রয়েছে অতীত দিনের ছাউনি টালি, আর চারদিকে আজও রয়ে গিয়েছে বেড়ার দেওয়াল। কিন্তু তা বলে কি আর্থিক অবস্থা বেহাল? না একদমই নয়। দিনরাত এক করে চলছে বিক্রি বাট্টা বলে জানালেন দাস পরিবারের এক সদস্য। অথচ তন্নতন্ন করে খুঁজলেও দোকানের কোনও সাইন বোর্ড চোখে পড়ল না। দোকানটির চারদিকেই অগোছালো ভাব স্পষ্ট। কথায় কথায় দোকানের এক সদস্য বলেন দাদু সুকুমার দাস, বাবা অমূল্য দাস এবং কাকারা একযোগে এই দোকানটি তৈরি করেছিলেন। যা আজও আমরা বয়ে চলেছি। দোকান তৈরির প্রথমদিন থেকে উনুনের আগুন কিন্তু নেভানো হয় না। দিনরাত তা সমানভাবেই জ্বলে চলেছে। কেবলমাত্র যখন সারাই করা হয় তখন গরম টুকরো অন্যত্র সরিয়ে রেখে তবেই উনুন তৈরি করা হয় বা সারাই করা হয়। এবং ওই গরম ঘুঁটে বিকল্প উনুনে দিয়েই পুনরায় উনুন জ্বালানো হয় পুরানো উনুন সারাই না হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু উনুন না নিভাবার কারণ কি জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেন, বাপ ঠাকুরদার রীতিনীতি মেনেই আমরা উনুন নিভাই না। উনুন নিভালে পরম্পরা রীতির কোনও যৌক্তিকতা থাকে না। তা ভাঙন ধরতে বাধ্য আর এই বিশ্বাস থেকেই আমরা আমাদের দোকানের উনুন কখনই নিভাই না। রাতের দিকে উনুনে যখন ভাটার টান আসে তখন সেই পড়ন্ত উনুনে পুনরায় কয়লা দিয়ে দেওয়া হয় জ্বলবার জন্যে। এই ভাবেই চলে আসছে আমাদের পরম্পরা রীতি।

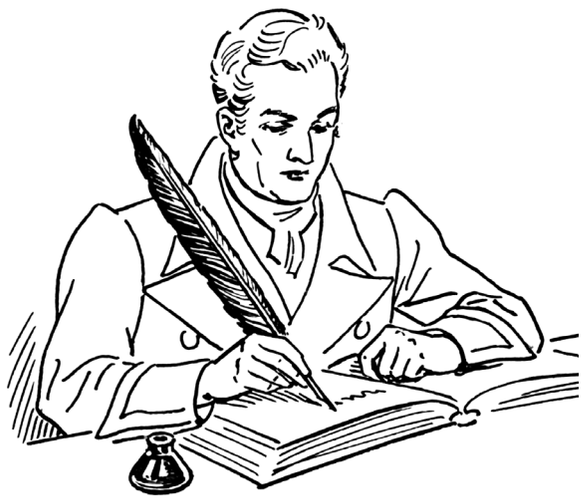

কবির পরিচয়

অসীম কুমার ঘোষ

সবাই বলেন মানুষ মরণশীল
কিন্তু আমি বলি কবিরা অমরণশীল
কারণ কবিদের কখনো মৃত্যু হয় না
কবিরা বেঁচে থাকেন তাঁদের লেখার মধ্যে
বেঁচে থাকেন পাঠকের ভালোবাসার মধ্যে
কবিরা বেঁচে থাকেন স্মৃতি হয়ে
পুরোনো বই–এর গন্ধে
তাই তারা অমর অমরণশীল
আর সেই সব অমরণশীল কবিদের
জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম
আমি তোমাদেরই লোক, আর কিছু নয়,
এই হোক মোর পরিচয়
(হরিদেবপুর, কলকাতা–৮২)

চাকা

বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার

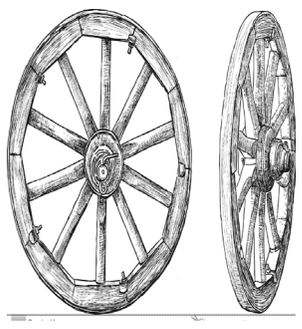

এগিয়ে চলে চাকা,
রেখে যায় দাগ,
প্রগতির প্রতীক,
জীবনের চাকা হলে বেগতিক
কিছুই রবে না ঠিক
চাকার দাগটি ধরে–
এগিয়ে চলো, চলো যশের মন্দিরে
বিপথগামী হলে পড়বে অন্ধ গহ্বরে
(শ্রীকলোনী, কলকাতা–৯২)

স্বাদ

পলাশী মাল

দু–হাতে মশাল জ্বালিয়ে জাহাজের ডেকে
দাঁড়িয়ে মেপে নেব কালোর গাঢ়ত্ব,
চুম্বন শেষের মসৃণ ঠোঁটে ঠুকে দেব
বিষাক্ত দাঁতের শীলমোহর,
তির্যক চোখে ছেনালি নয়
রাখব ভোজালীর কোপ কারণ
আমাকে চূর্ণ করে
যে লোলুপ নির্যাস বেরিয়ে আসে
তাই দিয়ে আমার কলমের পেট ভরে,
তাইতো পচা ঢেঁকুরের গন্ধ আমার লেখায়।
তুমি খুঁজতে এসো না জুঁই–এর সুগন্ধ অথবা
জয়িত্রী জায়ফল এর মিলনের স্বাদ
এখানে স্পষ্ট কেবল জবাই–এর দগদগে দাগ।
(আমতলা–নতুন পল্লী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা)

আমার সৃষ্টির পথ

পিন্টু অধিকারী

আমার সৃষ্টির পথ
সবুজের ছায়া খোঁজে
গলিথেকে রাজপথে
অঙ্গীকারের শপথে ভিজে একদিন,
ঠিক খুঁজে নেব আমি
তর্জনীর অঙ্গুরীয়।
বাস্তবের দিনলিপি, প্রত্যাশার চাপে
সাহিত্যের সংশোধনাগারে বন্দী
ব্যর্থতার সৌজন্যে।
সাহিত্যের অঙ্কুরিত বীজ
দূষিত বাতাসেও ভেসে বেড়ায়
দেখেছি আমি,
প্রজন্মের প্রয়োজনে
(মালীয়া, হুগলি)

অনুবাস্তবের অক্ষরমালা

নির্মল নিয়োগী

আমি কঠিনতর বাস্তব
সৃষ্টিসাক্ষী কর্কশ শিলা–
পর্বতের অঙ্গীকার–চ্যুত
তুষার নিঃসৃত জলধারায়
ঠেলে নিয়ে চলেছে অবজ্ঞায়

আহ্লাদে আহ্লাদে বিচূর্ণ আমি,
হারিয়েছি কাঠিন্য...
অনুবাস্তবের অক্ষরমালা
আমাকে বিলাসী কাব্য লেখায়
মসৃণ সিক্তা রাশী অন্ধবেগে
ধাবমান বহতা সরিত রেখায়।।
(বর্ধমান)

সুখ দুঃখ

শর্মিলা মাজি

দুঃখকে ভয় পাই না
অনুভবে সুখের সন্ধানে
শিকল ছড়াই, জানি
দুঃখের আড়ালে সুখ আছে
যত পাহাড় পাশ কাটাই
ঝরণাতে ভিজাই নিজেকে
অন্ধকারের ভেতরে অন্ধকার
নিশ্চুপ আলো খুঁজি
খুঁজি বাঁচার উৎস
ভাঙতে ভাঙতে
গানের সুরে দুঃখের মাঝে
সুখ খুঁজি
(বাঘাযতী, কলকাতা–৩২)

কলঙ্কিনী কলম

স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় পূততুণ্ড

নদীর এপার যখন ভাঙে
কবিতা হাত বাড়িয়ে দেয় ওপার থেকে।
কবিতার সৃষ্টিই তো সমাজের সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ,
আবার শান্ত নদীর বাঁক।
সমুদ্র নদীর মিলন ক্ষেত্রেই
সকাল–সন্ধ্যা–রাত্রি কবিতা দুলে চলেছে,
তার ছন্দ বর্ণ ও গন্ধ নিয়ে।
মনের খোঁয়াড়ে কবিতা ভাবনা হয়ে
আছড়ে পড়ে, কখনও অফিসের টেবিলে,
কখনও বা রান্নাঘরের অনুরননে–
অথবা বোবা বাঁশীর কান্নায়।
গভীর রাতে নিদ্রাহীন যাত্রী হয়ে কবিতা
দিনের পাথেয় সঞ্চয় করে তুলে আনে
কলঙ্কিনী কলমের কালিতে–
কবিদের সাদা খাতার পাতায়।
(আতাবাগান, কলকাতা ১৫৩)

অনন্ত সুখমালা

সুচন্দ্রনাথ দাস

নিত্য শ্রমশীলনে সাধিত জীবন আমাদের,
ঘরদুয়ারে তাই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে অনন্ত সুখমালা।
কখনও একটু হতাশা ক্লান্তি তারপর মাথা তুলে হাঁটা,
দুঃখের ঘর কেউ তালাবদ্ধ করে রাখে তার অদৃশ্য হাতে।

সয়ে গেছে কৃতঘ্ন মানুষের সব উপেক্ষা অপমান,
দিনে দিনে বেড়ে ওঠে আমাদের অর্থ–সম্পত্তি, সুখ–সুবিধা।
অতীতের অপমান একদিন সম্মান হয়ে ফিরে আসে,
তবুও উচ্ছ্বাসে আবির খেলা নয়, কর্মে সাধিত যাপন।

প্রতিদিন আলোর সন্ধানে মিছিলে ছুটছে কত লোক,
তাদের স্থায়ী ঠিকানা নেই,রচনা করে দুঃখের পংক্তিমালা।
আমাদের মনে দয়া আছে, দানসত্র খোলার বাসনা নেই,
পুণ্যলোভাতুর হয়ে, ব্যাগ কাঁধে নিয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরি না।

সামাজিক, সংসারিক অনেক কাজের দায়িত্ব আমাদের,
গালে হাত দিয়েআকাশ না দেখে,শ্রমশীলনে মগ্ন থাকি।
ভালোবাসা তার আঁচলে সযত্নে মুছে নেয় কপালের ঘাম,
জলমাটি থেকেই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে অনন্ত সুখমালা।
(দক্ষিণ শিবপুর, বাগনান, হাওড়া)

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

হেলায় ভাসছে সাঁতারের 'অআকখ'

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারাসত : এ বিদ্যার কোনও শর্টকাট পদ্ধতি নেই। তাই তো শহর বা আধা শহর সর্বত্র ছোট বয়সের মানুষগুলিকে আগে পাছের চিন্তার না করেই নানারকম জলাশয়ের দিকে নামতে হয়। বাবা-মা রাও আর উপায়ন্তর না দেখে নিয়ে যেতে বাধ্য হন কাছাকাছি এই রকম সাঁতার শেখানোর আখড়ায়। সেখানে সাঁতার শিখিয়ে শারীরিক কসরৎ-ই থাকে মূল বাসনা। তাই প্রায়শই সাঁতার শেখাতে গিয়ে ছোট বড় প্রতিবন্ধকতাকে এড়িয়েই যান অধিকাংশ অভিভাবকেরা। কিন্তু ছোট বড় প্রতিবন্ধকতাকে এড়িয়েই যান অধিকাংশ অভিভাবকেরা। কিন্তু সম্প্রতি কলেজ স্কোয়ারের নামজাদা সাঁতারু কাজল দত্তের জলে ডুবে যাওয়ার ঘটনাতে, সাঁতার শেখানো এই সকল ছোট খাটো সুইমিং আকাদেমি তথা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির সঠিক ও ন্যূনতম পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এইসব ছোটবড় কেন্দ্রগুলিতে না আছে সঠিক ব্যবস্থা না আছে নিয়ম মানার চেষ্টাও। অথচ রমরম করে চলছে সাঁতার শেখানোর কাজ। পুলগুলির যারা তদারকি করে থাকেন, যাদের হাতে সমস্ত দায়িত্ব রয়েছে তাদের তরফ থেকেও কোনপ্রকার সদুত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। জেলাজুড়ে এরকমই দুর্ঘটনা প্রবণ সুইমিং পুল বা আকাদেমি গড়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে। জেলার অভ্যন্তরে বিভিন্ন মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার অধীনে বেশ কয়েকটি সাঁতার কাটার জায়গা। কর্দমাক্ত প্রায় ১০-১২ কাঠার এই সকল জলাশয়ে সকাল বিকাল চলছে দেদার সাঁতার। শুধু তাই নয় ৯-১০ ফুট গভীরতা যুক্ত এই সকল জলাশয়ের একপাশে বাঁশ ও কাঠের খুঁটি ও অন্যদিকে বালি বোঝাই করে পাড় বাঁধানো হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের সাঁতার মধ্যবর্তী সময়ে ক্লান্তিহীনতার জন্য পুকুরেই রয়েছে দড়ি দিয়ে বাঁশ আটকানো যাতে তারা তা ধরে জিরোতে পারে। শুধু কী তাই এই অসমাপ্ত পরিকাঠামোর মধ্যেই ফলাই করে শিক্ষার্থী ভর্তির আবেদনও জানানো হচ্ছে কোথাও কোথাও। এ বিষয়ে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক বিমল সামন্ত খোঁজখবর নেওয়ার আশ্বাস দেন। এরকম এক একটি শিবিরে শিশুদের পাঠিয়েও দুশ্চিন্তা এড়াতে পারছেন না অভিভাবকরা। প্রশিক্ষকরা সেকথা মেনে নিচ্ছেন। দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেও সর্বত্র কেন হেলদোল হল না সে বিষয়ে উদ্বিগ্ন সকলে।

মাঠে-ময়দানে স্বাধীনতার আনন্দে

খেলার আনন্দে বীরভূম

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফুটবল প্রতিযোগিতা সহ বিভিন্ন সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বীরভূম জেলার বিভিন্নপ্রান্তে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে মঙ্গলবার পালিত হলো ৭১ তম স্বাধীনতা দিবস। দুবরাজপুর ডিএসএ মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ফুটবল প্রতিযোগিতা। রাজনগর গোহাট মাঠে সম্প্রীতির ফুটবল প্রতিযোগিতায় আটটি দল অংশগ্রহণ করে। খেলার উদ্বোধন করেন রাজনগর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুজয় তুঙ্গা। বিজয়ী দলকে ৩০০১ টাকা এবং বিজিত দলকে ২০০১ টাকা পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। রামপুরহাট ১৪ নং ওয়ার্ডে একটি ১০ ফুট অশ্বত্থ গাছ ও ১৫টি দেবদারু গাছ রোপণ করা হয়। মল্লারপুর বিজেপির উদ্যোগে আয়োজিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রাজনগর সাধারণ পাঠাগারের পরিচালনা সমিতির পক্ষ থেকে আয়োজিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মুরারই অক্ষয় কুমার ইনস্টিটিউটে ফুটবল টুর্নামেন্ট হয়। মুরারই যুব সুরক্ষা সংঘের উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবসে অনুষ্ঠিত হয় রক্তদান শিবির। ৯১ জন স্বেচ্ছায় রক্ত দেন বলে জানা গিয়েছে । রক্তদাতাদের হাতে মুরারই যুব সুরক্ষা সংঘের পক্ষ থেকে একটি করে ছোটো ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। স্বাধীনতা দিবসের দিনেই লোহাপুরে সিপিএমের উদ্যেগে পালিত হয় মানব বন্ধন কর্মসূচি। নানুরের জুবুটিয়ার ফুটবল প্রতিযোগিতায় ১৮টি দল অংশগ্রহণ করে। ফাইনালে কীর্ণাহারকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় কুণাহার। পরেরদিন বুধবার ১৬ আগস্ট হয় ভলিবল ও কবাডি প্রতিযোগিতা।

উৎসবে মাতল শান্তি সঙ্ঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি: কসবা শান্তি সংঘ ক্লাবের আয়োজনে দুদিন ব্যাপী নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা সাড়া ফেলে দিয়েছিল গোটা কসবা জুড়ে। জগদ্ধাত্রী পুজোর জন্য বিখ্যাত এই ক্লাব সসম্মানে পালন করল স্বাধীনতা দিবস। আর সেই উপলক্ষ্যে ফুটবল প্রতিযোগিতায় শামিল হয়েছিল ছোট-বড়-মেজ, এমনকি পাড়ার ক্ষুদে মেয়েরাও। মেকি উচ্ছ্বাস নয়, সত্যিকারের স্বাধীনতা উপভোগ ছিল এখানকার মূল আকর্ষণ। ছোটদের মধ্যে এমন সব প্রতিভা লুকিয়ে আছে যার সঠিক উন্মেষ ঘটলে শুধু এলাকা নয়, গোটা রাজ্য তথা দেশ উপকৃত হবে। এই জায়গাটাই তুলে ধরার চেষ্টা করছেন ছোটদের ফুটবল প্রশিক্ষক তথা গড়ের মাঠের প্রথম ডিভিশনে খেলা সুভাষ দাস ও

শিবাজী বসু। এই দুই কোচের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন শান্তি সংঘ ক্লাবের অন্যতম কর্তা মিহির পাল। বস্তুত আগামী প্রজন্মের মধ্যে বাংলার সেরা খেলা ফুটবলের পরিচিতি ঘটাতে এই ত্রয়ী যারপরনাই করছেন। এরই অঙ্গ ছিল এই ফুটবল প্রতিযোগিতা। শুধু দিনের আলো নয়, রাতে ফ্লাডলাইটের মায়াবী আলোয় যেভাবে ফুটবল নিয়ে মেতে উঠেছিল এলাকার আবালবৃদ্ধবনিতা, তাও স্বাধীনতা দিবসের সঙ্গে ভরপুর মানানসই হয়ে ওঠে।

মনোরঞ্জন করল বারাসতের ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারাসত: ফুটবল, কবাডি বা ক্রিকেট ব্যাডমিন্টনের মতো কেতাদুরস্ত খেলাগুলিতেও এখন অতি আধুনিকতার ছোঁয়া। সেই ছোঁয়ায় শহরতলির এলাকাগুলিও বাদ যাচ্ছে না। বারাসতের কালিকাপুরের মনোরঞ্জন স্মৃতি সংঘ এবছরও অতি আধুনিকতাকে সঙ্গে নিয়েই প্রতিযোগিতামূলক খেলা অনুষ্ঠিত করল চূড়ান্ত পেশাদারিত্বে। ৬ আগস্ট তুলসী চক্রবর্তী ও কৌশিক ভট্টাচার্য স্মৃতি ট্রফির উদ্বোধন করেন মোহনবাগান ক্লাবের গোলরক্ষক প্রশিক্ষক অর্পণ দে। সংঘের মাঠে তাদের পক্ষ থেকে আয়োজনের কোনও ঘাটতি ছিল না। আইপিএল এর ধাঁচে থিম সং, ম্যাসকট, লোগো, নতুন জার্সির প্রকাশ থেকে খেলোয়াড় নিলাম,

সর্বত্রই ছিল মনকাড়া আবেগ। ১০টি দলের টিম মালিকেরা নিলামের মাধ্যমে খেলোয়াড় কিনে এই খেলায় অংশগ্রহণ করে। স্বাধীনতা দিবসে দিবারাত্রব্যাপী চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার দিন উপস্থিত ছিলেন স্বনামধন্য প্রাক্তন ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্য। তিনি বলেন ''দেশে পরিকাঠামোর অভাব থাকলেও এই ধরনের উদ্যোগে নতুন প্রতিভার আত্মপ্রকাশ ঘটে থাকে যা ফুটবলের পক্ষে সুখবর।'' ফাইনালে, চ্যাম্পিয়ন হয় আনটাচেবল টেন ও রানার্স টিম রয়েল আর্মাডা। জনপ্রিয় এই প্রতিযোগিতায় দর্শক সমাগম হয় চোখে পড়ার মতো। উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম রাকেশ রায় বলেন, ''পেশাদারিত্বের ছোয়ায় যদি ফুটবলকে আগামী প্রজন্ম পেশা হিসাবে গ্রহণ করে, ফুটবলের জয় হবে সেখানেই।''

গুসকরায় জমজমাট শহিদ স্মৃতি ফুটবল

মলয় সুর : বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ফুটবলের জনপ্রিয়তা যে এখনও অটুট তা আরও একবার প্রমাণিত হল। কলকাতা থেকে অনেকটা দূরে গুসকরায় আমরা সবুজ এবং যুব তৃণমূল কংগ্রেসের যৌথ উদ্যোগে গুসকরা কলেজ স্টেডিয়াম ময়দানে চতুর্থবর্ষ একদিনের বিরাট ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারী ৯ দলের এই নক আউট পর্যায়ের প্রতিযোগিতা ৭১ তম স্বাধীনতা দিবসে সারাদিন ধরে চলে। কলকাতা মাঠের নাইজেরিয়া, ঘানা ও আফ্রিকার ফুটবলারদের খেলতে দেখা যায় এই টুর্নামেন্টে। উদ্যোক্তা কমিটির সভাপতি ফুটবলপ্রেমী তথা গুসকরা পুরসভার চেয়ারম্যান বুর্দ্ধেন্দু রায়। তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনার জন্য এই টুর্নামেন্ট। বিভিন্ন কর্মব্যস্ত জীবনের এক চিলতে ফুরসত বের করে ফুটবলের দুনিয়ার মন রাখা। গুসকরা কলেজ মাঠ তো নয় যেন সবুজ গালিচা পাতা। খেলে আনন্দ পাওয়া যায়। এখানেই কলকাতার বড় দলগুলি আবাসিক শিবির করে প্রিমিয়াম লিগের আগে নিজেদের তৈরি করে নেওয়া যায় অনায়াসে। একইভাবে ক্রীড়াপ্রেমী বিনয় রায় এই উদ্যোগে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। সমগ্র খেলোয়াড়দের সমস্ত রকমের সহায়তা ও পরিচর্চার দায়িত্বে ছিলেন সৌমেন দাস (নন্তু)। প্রতিযোগিতার বিভিন্ন পর্বে নানা উত্তেজক ধাপ পেরিয়ে বর্ষণমুখর ফাইনালে বালি, লাইফকেয়ার নার্সিং হোম ১-০ গোলের ব্যবধানে বর্ধমানের রাজনন্দিনীকে হারিয়ে

চ্যাম্পিয়ন হয়ে ১ লাখ টাকা নগদ অর্থ ও সুদৃশ্য শহিদ স্মৃতি কাপ অর্জন করে। অপরদিকে রাজনন্দিনী পায় ৭০ হাজার টাকা সহ গোপাল মান্ডি ট্রফি। ফাইনাল খেলায় একমাত্র গোলটি করেন এদিনের ম্যান অফ দি ম্যাচ ও সেরা খেলোয়াড় হন নাইজেরিয়ান মুস্তাফা। প্রায় ১৫ হাজার দর্শক উপস্থিতি ছিল ফাইনাল খেলা দেখতে।

ফাইনাল খেলাটি পরিচালনা করেন ডিস্ট্রিক্ট রেফারি বিনয় রায়। খেলার নিখুঁত ধারাভাষ্য দেন মিহির দাস। ফাইনালে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন গোলকিপার সন্দীপ নন্দী, দেবাশিস কোনার, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ফুটবল প্রশিক্ষক রথীন ভট্টাচার্য, আউশগ্রামের বিধায়ক অভেদানন্দ থান্ডার, ভাতারের বিধায়ক সুভাষ মণ্ডল, গুসকরা পুরসভার কাউন্সিলর নিত্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, রত্না গোস্বামী, ভাইস-চেয়ারম্যান চাঁদনি হারামুন্সী, চিরঞ্জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, মার্শাল হাঁসদা প্রমুখরা। একইদিনে মোহনবাগানের অনুর্দ্ধ ১৫ দলের সঙ্গে গুসকরা পুরসভার কোচিং ক্যাম্পের একটি প্রদর্শনী ম্যাচও অনুষ্ঠিত হয়।

সারা বাংলার ৮টি স্কুলের ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগনার, দত্তপুকুরে নিবাধুই জাগ্রত সংঘের ময়দানে গত ৬ আগস্ট একদিন ব্যাপী স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হল।

সারা বাংলার সেরা আটটি স্কুলের ক্ষুদে ফুটবলাররা টানটান উত্তেজনায় দর্শকদের মাঠমুখী করে রেখেছিল সারাদিন।

প্রতিনিধিত্বকারী আটটি স্কুল যথাক্রমে দত্তপুকুরের নিবাধুই উচ্চ বিদ্যালয়, অশোকনগর বিদ্যাসাগর বাণী নিকেতন, নারকেলডাঙ্গা হাই স্কুল (কলকাতা), কালীতলা বিশ্ববন্ধু হাইস্কুল (বনগাঁ), প্রফুল্ল কানন দেশপ্রিয় বিদ্যামন্দির (বাগুইআটি), কালাচাঁদ হাই স্কুল (দক্ষিণেশ্বর), দিঘড়া হরদয়াল বিদ্যাপীঠ (দত্তপুকুর), কল্যাণগড় বয়েজ সেকেন্ডারি স্কুল।

একদিনের স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার মুখ্য উদ্দেশ্য হল আগামী দিনে আরও তারকা ফুটবলার বাংলা তথা দেশকে উপহার দেওয়া।

প্রধান উদ্যোক্তা নিবাধুই জাগ্রত সংঘ ও সবুজ মেরুন সাথীর এই প্রচেষ্টা অনেকাংশে সফল হয়েছে। কিশোর ফুটবলাররা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে নিজেদের স্কিল, স্পিড, স্ট্যামিনা দেখিয়ে বাজিমাত করতে।

দত্তপুকুরের সবুজ মেরুন সাথীর একনিষ্ট সদস্য অকালে প্রয়াত সৌম্য মুখার্জির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে এককাট্টা হয়েছিল নিবাধুই জাগ্রত সংঘ ও সবুজ মেরুন সাথীর সমস্ত সদস্য সহ দত্তপুকুর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের বহু ফুটবল প্রেমী মানুষজন। একইদিনে জাগ্রতসংঘের প্রয়াত সদস্যদের স্মরণে বৃক্ষরোপণ, সৌভাতৃত্ব ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ আগাম রাখিবন্ধন উৎসব পালিত হয়।

আটটি দলর প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালিস্ট চারটি দল হল নিবাধুই উচ্চ বিদ্যালয় (দত্তপুকুর), নারকেলডাঙা হাইস্কুল (কলকাতা), প্রফুল্লকানন দেশপ্রিয় বিদ্যামন্দির (বাগুইআটি), দিঘড়া হরদয়াল বিদ্যাপীঠ (দত্তপুকুর)। দেশপ্রিয় বিদ্যামন্দির ও হরদয়াল বিদ্যাপীঠের সেমিফাইনাল ম্যাচটিতে ছিল টান টান উত্তেজনা। নির্ধারিত সময়ে ২-২ গোলে অমীমাংসিত ম্যাচটি টাইব্রেকারে ফয়সালা না হওয়াতে টসের মাধ্যমে জিতে হরদয়াল বিদ্যাপীঠ ফাইনালে পৌঁছায়, অন্যদিক নিবাধুই বিদ্যালয় কে ১-০ গোলে হারিয়ে নারকেলডাঙা ফাইনালে হরদয়ালের মুখোমুখি হয়। ফাইনাল ম্যাচে নারকেলডাঙাকে দিঘড়া হরদয়াল বিদ্যাপীঠ ১-০ গোলে পরাজিত করে সৌম্য মুখার্জি স্মৃতি ট্রফি জয়লাভ করে। গোলদাতা প্রিয়ব্রত মুখার্জি ফাইনালের সেরা খেলোয়াড়-এর পুরস্কার লাভ করে। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হয় দিঘড়ার স্টপার ব্যাক সুদীপ দাস, কেয়ার প্লে ট্রফি লাভ করে প্রফুল্ল কানন দেশপ্রিয় বিদ্যামন্দির, ট্রফিটি শম্ভুনাথ দাসের স্মৃতিতে তার পুত্র নবকুমার দাস প্রদান করেন।

রানার্স ট্রফিটি রিপন সাহা তার পিতা অরিন্দ্রজিত সাহার নামে প্রদান করেন। দু'দলের হাতে ব্যক্তিগত পুরস্কার তুলে দিয়েছেন সবুজ মেরুন সাথীর পক্ষ থেকে সুরজিত সরকার। প্রতিযোগিতার সভাপতি পদে উপস্থিত ছিলেন সুরেন্দ্র সিং (দত্তপুকুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক), সহ সভাপতি ডাঃ তরুণ সরকার (বারাসত সদর হাসপাতাল), ডাঃ মানস কুমার পাড়িয়া, স্বামী ধিত্যানন্দ মহারাজ (বেলুড়মঠ), স্বামী ভরত মহারাজ (বেলুড় মঠ), প্রকাশ রায় (আন্তঃরাষ্ট্র মানবাধিকার কমিশন), দত্ত

পুকুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রীতা রায়, সবুজ মেরুন সাথীর সভাপতি সুরজিত সরকার, সম্পাদক সৌমিত্র রায়। উল্লেখ্য অনুষ্ঠান মঞ্চের প্রধান আকর্ষণ ছিল কলকাতা ময়দানের প্রাক্তন ফুটবলার ও বর্তমানে এরিয়ানের ফুটবল কোচ রঘু নন্দী ও তার পুত্র রাজদীপ নন্দী, বিশিষ্ট সমাজসেবী ভূদেব ব্যানার্জি, গোপাল কাঞ্জিলাল, কাকলি সরকার প্রমুখ।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

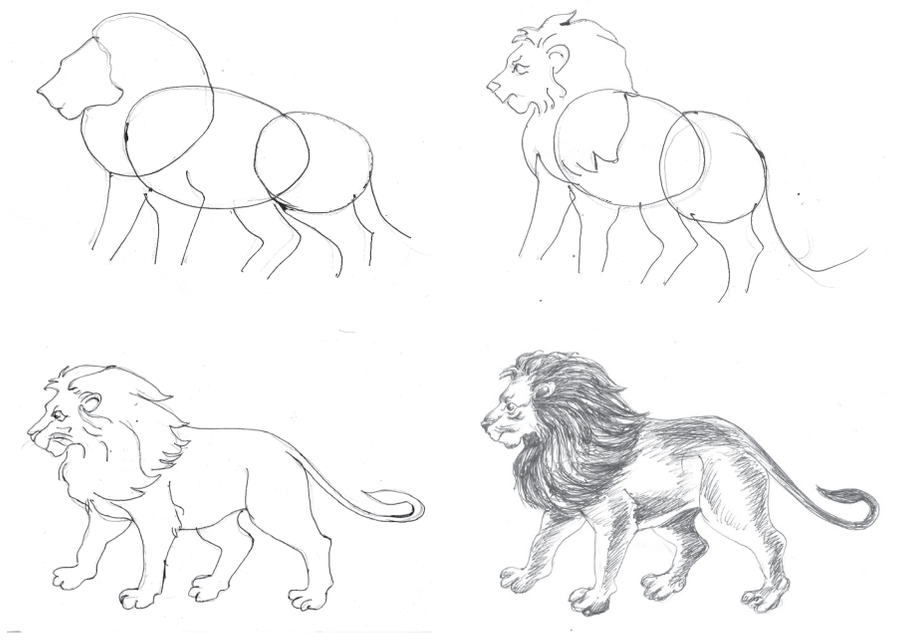

সেরা শিল্পী

বিশ্বেশ্বর রায়

আকাশের ক্যানভাসে রং-তুলি দিয়ে
আপন খেয়ালে ছবি আঁকে কোন মেয়ে!
কোথায় সে থাকে তার সঠিক ঠিকানা
তোমার আমার কিংবা কারো নেই জানা।
কখনো মেঘের ফাঁকে সূর্য্যি হেসে ওঠা
কখনো আকাশ জুড়ে চাঁদ-তারা ফোঁটা
কখনো সোনার পাড় মেঘের মুকুটে
কখনো বিদ্যুৎ রেখা পর্জন্যের ঠোঁটে,
তার সেরা শিল্পকর্ম সাত রং-এ আঁকা
মেঘের হৃদয়ে জুড়ে রামধনু বাঁকা।
আঁকে আর মোছে ছবি নিত্য নব নব,
তাকে খুঁজে পাই যদি অটোগ্রাফ নেবো।

সোনিয়া পান্ডে, পঞ্চম শ্রেণি, নবচেতলা (চেতলা)

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com